চতুর্বিংশতি অধ্যায়

কর্দম মুনির বৈরাগ্য

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

নির্বেদবাদিনীমেবং মনোর্দুহিতরং মুনিঃ ।
দয়ালুঃ শালিনীমাহ শুক্লাভিব্যাহৃতং স্মরন্ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **নির্বেদ-বাদিনীম্**—বৈরাগ্য ভাষিণী; **এবম্**—এইভাবে; **মনোঃ**—স্বায়ম্ভুব মনুর; **দুহিতরম্**—কন্যাকে; **মুনিঃ**—কর্দম মুনি; **দয়ালুঃ**—কৃপালু; **শালিনীম্**—প্রশংসার পাত্রী; **আহ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **শুক্ল**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **অভিব্যাহৃতম্**—যা বলা হয়েছিল; **স্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—প্রশংসনীয়া মনুকন্যা দেবহূতির বৈরাগ্যপূর্ণ বাণী শ্রবণ করে, দয়ালু কর্দম মুনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাণী স্মরণপূর্বক বলতে লাগলেন।

শ্লোক ২

ঋষিরুবাচ

মা খিদো রাজপুত্রীত্থমাত্মানং প্রত্যনিন্দিতে ।
ভগবাংস্তেঽক্ষরো গর্ভমদূরাৎসম্প্রপৎস্যতে ॥ ২ ॥

ঋষিঃ উবাচ—ঋষি বললেন; **মা খিদঃ**—নিরাশ হয়ো না; **রাজ-পুত্রী**—হে রাজকন্যা; **ইত্থম্**—এইভাবে; **আত্মানম্**—তুমি; **প্রতি**—প্রতি; **অনিন্দিতে**—হে প্রশংসনীয়া দেবহূতি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তে**—তোমার; **অক্ষরঃ**—অচ্যুত; **গর্ভম্**—গর্ভ; **অদূরাৎ**—অচিরেই; **সম্প্রপৎস্যতে**—প্রবেশ করবেন।

অনুবাদ

ঋষি বললেন—হে প্রশংসনীয়া রাজকন্যা, তুমি নিরাশ হয়ো না। অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান অচিরেই তোমার পুত্ররূপে তোমার গর্ভে প্রবেশ করবেন।

তাৎপর্য

নিজেকে ভাগ্যহীনা বলে মনে করে অনুশোচনা করতে তাঁর পত্নীকে কর্দম মুনি নিষেধ করেছিলেন, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শরীর থেকে প্রকাশিত হয়ে, এই পৃথিবীতে অবতরণ করবেন।

শ্লোক ৩

ধৃতব্রতাসি ভদ্রং তে দমেন নিয়মেন চ ।
তপোদ্রবিণদানৈশ্চ শ্রদ্ধয়া চেশ্বরং ভজ ॥ ৩ ॥

ধৃতব্রতা অসি—তুমি পবিত্র ব্রত পালন করেছ; **ভদ্রম্ তে**—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন; **দমেন**—ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা; **নিয়মেন**—ধর্ম অনুশীলনের দ্বারা; **চ**—এবং; **তপঃ**—তপশ্চর্যা; **দ্রবিণ**—ধনের; **দানৈঃ**—দান করার দ্বারা; **চ**—এবং; **শ্রদ্ধয়া**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **চ**—এবং; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভজ**—আরাধনা কর।

অনুবাদ

তুমি পবিত্র ব্রত পালন করেছ। ভগবান তোমার কল্যাণ সাধন করবেন। তাই এখন তুমি গভীর শ্রদ্ধা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধর্ম অনুশীলন, তপশ্চর্যা, এবং ধন দান করার মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা কর।

তাৎপর্য

পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য অথবা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভের জন্য, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নিম্নলিখিত বিধি অনুসারে আত্ম-সংযম করা—তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বিধি-নিষেধগুলি পালন করা। তপশ্চর্যা এবং স্বীয় ধন-সম্পদ দান করা ব্যতীত পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ করা যায় না। কর্দম মুনি তাঁর পত্নীকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "তপশ্চর্যা, ধর্মীয়

অনুশাসনের অনুশীলন এবং দান করার মাধ্যমে তোমাকে যথাযথভাবে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হতে হবে। তা হলে পরমেশ্বর ভগবান তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন, এবং তিনি স্বয়ং তোমার পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন।"

শ্লোক ৪

স ত্বয়ারাধিতঃ শুক্লো বিতন্বন্মামকং যশঃ ।
ছেত্তা তে হৃদয়গ্রন্থিমৌদর্যো ব্রহ্মভাবনঃ ॥ ৪ ॥

সঃ—তিনি; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **আরাধিতঃ**—আরাধিত হয়ে; **শুক্লঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিতন্বন্**—বিস্তার করে; **মামকম্**—আমার; **যশঃ**—যশ; **ছেত্তা**—তিনি ছেদন করবেন; **তে**—তোমার; **হৃদয়**—হৃদয়ের; **গ্রন্থিম্**—গ্রন্থি; **ঔদর্যঃ**—তোমার পুত্র; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মজ্ঞান; **ভাবনঃ**—শিক্ষা দান করে।

অনুবাদ

তোমার দ্বারা আরাধিত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান আমার যশ বিস্তার করে তোমার পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করবেন। তিনি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দান করে, তোমার হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করবেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান যখন সমস্ত মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান দান করার জন্য অবতরণ করেন, তখন তিনি সাধারণত কোন ভক্তের সেবায় প্রসন্ন হয়ে, তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই পিতা। তাই, কেউই প্রকৃত পক্ষে তাঁর পিতা নন, কিন্তু তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, তিনি তাঁর কোন কোন ভক্তদের তাঁর পিতা-মাতা এবং বংশধররূপে অঙ্গীকার করেন। এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করে। জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মা অহঙ্কারের বন্ধনের দ্বারা যুক্ত। নিজেকে জড় পদার্থ বলে মনে করা, যাকে বলা হয় হৃদয়-গ্রন্থি, তা সমস্ত বদ্ধ জীবাত্মায় বর্তমান, এবং যৌন জীবনের প্রতি অত্যধিক আসক্তির ফলে, এই গ্রন্থি অধিক থেকে অধিকতর দৃঢ় হয়। ভগবান ঋষভদেব সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন যে, এই জড়-জাগতিক পরিবেশ হচ্ছে পুরুষ এবং স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। সেই আকর্ষণ একটি হৃদয়-গ্রন্থির রূপ গ্রহণ করে, এবং জড়-জাগতিক আসক্তির ফলে, সেই বন্ধন আরও

দৃঢ় হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি ধন-সম্পদ, সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের এই গ্রন্থিটি অত্যন্ত দৃঢ় হয়। ব্রহ্মভাবন বা যে উপদেশের দ্বারা পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান বর্ধিত হয়, তার দ্বারাই কেবল এই হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন হয়। এই গ্রন্থি ছেদন করার জন্য কোন ভৌতিক অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় প্রামাণিক পারমার্থিক উপদেশের। কর্দম মুনি তাঁর পত্নী দেবহূতিকে বলেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন, এবং তাঁকে দিব্য জ্ঞান দান করে তাঁর ভ্রান্ত ভৌতিক পরিচিতিরূপ গ্রন্থি ছেদন করবেন।

শ্লোক ৫

মৈত্রেয় উবাচ

দেবহূত্যপি সন্দেশং গৌরবেণ প্রজাপতেঃ ।
সম্যক্ শ্রদ্ধায় পুরুষং কূটস্থমভজদ্‌গুরুম্ ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **দেবহূতি**—দেবহূতি; **অপি**—ও; **সন্দেশম্**—নির্দেশ; **গৌরবেণ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **প্রজাপতেঃ**—কর্দমের; **সম্যক্**—পূর্ণ; **শ্রদ্ধায়**—শ্রদ্ধা সহকারে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **কূট-স্থম্**—সকলের হৃদয়ে অবস্থিত; **অভজৎ**—আরাধনা করেছিলেন; **গুরুম্**—অত্যন্ত পূজ্য।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—দেবহূতি তাঁর পতি প্রজাপতি কর্দমের আদেশের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিতা ছিলেন। হে মহর্ষি! এইভাবে তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ব্রহ্মাণ্ডের পতি পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

এইটি পারমার্থিক উপলব্ধির পন্থা; মানুষকে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে হয়। কর্দম মুনি ছিলেন দেবহূতির পতি, কিন্তু যেহেতু তিনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন কিভাবে পারমার্থিক পূর্ণতা লাভ করতে হয়, তাই তিনি স্বভাবতই তাঁর গুরুদেবও হয়েছিলেন। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে পতি গুরু হয়েছেন। শিবও তাঁর পত্নী পার্বতীর গুরুদেব। পতির এমনই তত্ত্ববেত্তা হওয়া উচিত যে, তিনি তাঁর পত্নীর কৃষ্ণভক্তির মার্গে জ্ঞান প্রদান করার জন্য তাঁর

গুরুদেবও হতে পারেন। সাধারণত স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের থেকে কম বুদ্ধিমান; তাই পতি যদি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হন, তা হলে স্ত্রী পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের এক মহান সুযোগ প্রাপ্ত হন।

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে *(সম্যক্ শ্রদ্ধায়)* যে, গভীর শ্রদ্ধা সহকারে গুরুদেবের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করতে হয়, এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করতে হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর ভগবদ্গীতার টীকায় গুরুদেবের নির্দেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের কর্তব্য গুরুদেবের নির্দেশকে নিজের জীবন এবং আত্মা বলে মনে করা। মুক্ত অথবা বদ্ধ নির্বিশেষে, সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে গভীর শ্রদ্ধা সহকারে গুরুদেবের নির্দেশ পালন করা। শাস্ত্রে এও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। ভগবানকে বাইরে খোঁজার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি সকলেরই অন্তরে রয়েছেন। মানুষের কর্তব্য কেবল গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে, শ্রদ্ধার সঙ্গে একাগ্র চিত্তে তাঁর আরাধনা করা। তা হলেই তার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এও স্পষ্ট যে, পরমেশ্বর ভগবান একজন সাধারণ শিশুর মতো আবির্ভূত হন না; তিনি তাঁর স্বরূপে আবির্ভূত হন। সেই সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, তিনি অন্তরঙ্গা শক্তি, আত্মমায়ার দ্বারা আবির্ভূত হন। এবং তিনি কিভাবে আবির্ভূত হন? তাঁর ভক্তের আরাধনায় প্রসন্ন হয়েই তিনি আবির্ভূত হন। ভক্ত ভগবানকে অনুরোধ করতে পারেন, তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হওয়ার জন্য। ভগবান তো হৃদয়ে বিরাজ করছেনই এবং তিনি যখন তাঁর ভক্তের শরীর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তার অর্থ এই নয় যে, জড়-জাগতিক বিচারে মা বলতে যা বোঝায়, সেই বিশেষ মহিলাটি সেই রকম মা হয়ে গেলেন। ভগবান সর্বদাই রয়েছেন, কিন্তু তাঁর ভক্তকে আনন্দ দান করার জন্য তিনি তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন।

শ্লোক ৬

তস্যাং বহ্বতিথে কালে ভগবান্মধুসূদনঃ ।
কার্দমং বীর্যমাপন্নো জজ্ঞেঽগ্নিরিব দারুণি ॥ ৬ ॥

তস্যাম্—দেবহূতিতে; **বহ্ব-তিথে কালে**—বহু বছর পর; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মধু-সূদনঃ**—মধু নামক অসুরের হন্তা; **কার্দমম্**—কর্দমের; **বীর্যম্**—বীর্য; **আপন্নঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **জজ্ঞে**—তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন; **অগ্নিঃ**—অগ্নি; **ইব**—মতো; **দারুণি**—কাষ্ঠে।

অনুবাদ

বহু বৎসর পর, পরমেশ্বর ভগবান মধুসূদন কর্দম মুনির বীর্যে প্রবিষ্ট হয়ে, দেবহূতির গর্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, ঠিক যেভাবে যজ্ঞের কাষ্ঠ থেকে অগ্নি প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান যদিও কর্দম মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান। অগ্নি সর্বদাই কাষ্ঠে বর্তমান থাকে, কিন্তু কোন বিশেষ প্রক্রিয়ায় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান সর্বব্যাপ্ত। তিনি সর্বত্রই রয়েছেন, এবং যেহেতু তিনি সব কিছু থেকেই প্রকাশিত হতে পারেন, তাই তিনি তাঁর ভক্তের বীর্য থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন। সাধারণ জীব যেমন কোন বিশেষ জীবের বীর্য আশ্রয় করে জন্ম গ্রহণ করে, তেমনই ভগবানও তাঁর ভক্তের বীর্যকে আশ্রয় করে, তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যই প্রকাশিত হয়েছে, এবং তার অর্থ এই নয় যে, তিনি একজন সাধারণ জীব এবং তিনি কোন বিশেষ গর্ভে জন্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদের স্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, বরাহদেব ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং ভগবান কপিলদেব কর্দম মুনির বীর্য থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র অথবা হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদের স্তম্ভ কিংবা কর্দম মুনির বীর্য ভগবানের আবির্ভাবের উৎসস্থল। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই পরমেশ্বর। *ভগবান্মধুসূদনঃ*—তিনি সমস্ত অসুরদের হন্তা, এবং তাঁর কোন বিশেষ ভক্তের পুত্ররূপে আবির্ভূত হলেও, তিনি সর্বদাই ভগবানই থাকেন। এখানে *কার্দমম্* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা তা ইঙ্গিত করে যে, কর্দম এবং দেবহূতির সেবার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। কিন্তু আমাদের ভ্রান্তিবশত মনে করা উচিত নয় যে, তিনি একজন সাধারণ জীবের মতো কর্দম মুনির বীর্য থেকে দেবহূতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৭

অবাদয়ংস্তদা ব্যোম্নি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ ।
গায়ন্তি তং স্ম গন্ধর্বা নৃত্যন্ত্যপ্সরসো মুদা ॥ ৭ ॥

অবাদয়ন্—ধ্বনিত হয়েছিল; **তদা**—তখন; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **বাদিত্রাণি**—বাদ্যযন্ত্র; **ঘনাঘনাঃ**—বর্ষায়মান মেঘসমূহ; **গায়ন্তি**—গেয়েছিল; **তম্**—তাঁকে; **স্ম**—নিশ্চয়ই; **গন্ধর্বাঃ**—গন্ধর্বগণ; **নৃত্যন্তি**—নৃত্য করেছিল; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **মুদা**—আনন্দিত হয়ে।

অনুবাদ

তখন পৃথিবীতে তাঁর অবতরণের সময়, দেবতারা গগন-মণ্ডলে বর্ষায়মান মেঘের মতো তাঁদের বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগলেন। স্বর্গের গায়ক গন্ধর্বেরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করে গান গাইতে লাগলেন, এবং অপ্সরারা পরম আনন্দে নাচতে লাগলেন।

শ্লোক ৮

পেতুঃ সুমনসো দিব্যাঃ খেচরৈরপবর্জিতাঃ ।
প্রসেদুশ্চ দিশঃ সর্বা অম্ভাংসি চ মনাংসি চ ॥ ৮ ॥

পেতুঃ—পতিত হয়েছিল; **সুমনসঃ**—পুষ্প; **দিব্যাঃ**—সুন্দর; **খে-চরৈঃ**—গগনচারী দেবতাদের দ্বারা; **অপবর্জিতাঃ**—ফেলেছিল; **প্রসেদুঃ**—প্রসন্ন হয়েছিল; **চ**—এবং; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **অম্ভাংসি**—জল; **চ**—এবং; **মনাংসি**—মন; **চ**—এবং।

অনুবাদ

ভগবানের আবির্ভাবের সময় গগন-মার্গে মুক্তরূপে বিচরণকারী দেবতারা পুষ্প-বৃষ্টি করেছিলেন। তখন সমস্ত দিক-মণ্ডল, জলরাশি এবং সকলের চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল।

তাৎপর্য

এখানে জানা যায় যে, আকাশে জীবসমূহ রয়েছে, যারা অপ্রতিহতভাবে বায়ু-মণ্ডলে বিচরণ করতে পারে। আমরা যদিও অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করতে পারি, কিন্তু তাতে অনেক প্রকার বাধা-বিপত্তি রয়েছে, কিন্তু তাদের তা নেই। *শ্রীমদ্ভাগবতের* মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা অপ্রতিহতভাবে এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে ভ্রমণ করতে পারেন। ভগবান কপিলদেব যখন কর্দম মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা এই পৃথিবীর উপর পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন।

শ্লোক ৯

তৎকর্দমাশ্রমপদং সরস্বত্যা পরিশ্রিতম্ ।
স্বয়ম্ভূঃ সাকমৃষিভির্মরীচ্যাদিভিরভ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥

তৎ—তা; কর্দম—কর্দমের; আশ্রম-পদম্—যেখানে তাঁর আশ্রম অবস্থিত; সরস্বত্যা—সরস্বতী নদীর তীরে; পরিশ্রিতম্—পরিবেষ্টিত; স্বয়ম্ভূঃ—ব্রহ্মা (স্বয়ম্ভূ); সাকম্—সহ; ঋষিভিঃ—ঋষিগণ; মরীচি—মহর্ষি মরীচি; আদিভিঃ—প্রভৃতি; অভ্যয়াৎ—তিনি সেখানে এসেছিলেন।

অনুবাদ

মরীচি আদি ঋষিগণ সহ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা সরস্বতী নদী পরিবেষ্টিত কর্দম মুনির আশ্রমে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাকে বলা হয় স্বয়ম্ভূ, কেননা কোন জড় পিতা-মাতার মাধ্যমে তাঁর জন্ম হয়নি। তিনি প্রথম জীব এবং তাঁর জন্ম হয়েছিল পরমেশ্বর ভগবান গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে উদ্ভূত একটি কমল থেকে। তাই তাঁকে বলা হয় স্বয়ম্ভূ, অর্থাৎ নিজের থেকেই যাঁর জন্ম হয়েছে।

শ্লোক ১০

ভগবন্তং পরং ব্রহ্ম সত্ত্বেনাংশেন শত্রুহন্ ।
তত্ত্বসংখ্যানবিজ্ঞপ্ত্যৈ জাতং বিদ্বানজঃ স্বরাট্ ॥ ১০ ॥

ভগবন্তম্—ভগবান; পরম্—পরম; ব্রহ্ম—ব্রহ্ম; সত্ত্বেন—নিষ্কলুষ অস্তিত্ব-সমন্বিত; অংশেন—অংশের দ্বারা; শত্রু-হন্—হে শত্রু সংহারক বিদুর; তত্ত্ব-সংখ্যান—চতুর্বিংশতি ভৌতিক তত্ত্বের দর্শন; বিজ্ঞপ্ত্যৈ—ব্যাখ্যা করার জন্য; জাতম্—আবির্ভূত হয়েছিলেন; বিদ্বান্—জ্ঞাতা; অজঃ—যাঁর জন্ম হয় না (ব্রহ্মা); স্ব-রাট্—স্বতন্ত্র।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—হে শত্রু সংহারক! জ্ঞান আহরণে প্রায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অজ ব্রহ্মা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের এক অংশ সাংখ্য যোগ

নামক পূর্ণ জ্ঞান বিশ্লেষণ করার জন্য, তাঁর শুদ্ধ সত্ত্বময় স্বরূপে দেবহূতির গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান স্বয়ং বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা, এবং বেদান্ত-সূত্রের পূর্ণ জ্ঞাতা। তেমনই, কপিলদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান সাংখ্য দর্শন প্রণয়ন করেছেন। একজন নকল কপিল রয়েছে, যে এক প্রকার সাংখ্য দর্শন প্রচার করেছে, কিন্তু ভগবানের অবতার কপিলদেব সেই কপিল থেকে ভিন্ন। কর্দম মুনির পুত্র কপিল তাঁর সাংখ্য দর্শনে, কেবল জড় জগতেরই নয়, চিৎ-জগৎ সম্বন্ধেও অত্যন্ত স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্মা সেই সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, কেননা তিনি হচ্ছেন *স্বরাট্*, অর্থাৎ জ্ঞান লাভে প্রায় পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। তাঁকে বলা হয় *স্বরাট্* কেননা শিক্ষা লাভের জন্য তাঁকে স্কুল অথবা কলেজে যেতে হয়নি, সব কিছুই তাঁর অন্তর থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে যেহেতু ব্রহ্মা হচ্ছেন প্রথম জীব, তাই তাঁর কোন শিক্ষক নেই; তাঁর শিক্ষক হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং, যিনি প্রতিটি জীবের হৃদয়েই বিরাজমান। অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে ব্রহ্মা সরাসরিভাবে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন; তাই তাঁকে কখনও কখনও *স্বরাট্* এবং *অজ* বলা হয়।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। *সত্ত্বেনাংশেন*—পরমেশ্বর ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে বৈকুণ্ঠের সমস্ত সামগ্রী নিয়ে আসেন; তাই তাঁর নাম, রূপ, গুণ, সামগ্রী এবং পরিকর সবই চিৎ-জগতের। প্রকৃত সত্ত্বগুণ কেবল চিৎ-জগতেই রয়েছে। এই জড় জগতে যে সত্ত্বগুণ রয়েছে তা শুদ্ধ নয়। এখানে সত্ত্বগুণ থাকলেও তা রজ এবং তমোগুণ মিশ্রিত। চিৎ-জগতে অবিমিশ্র সত্ত্বগুণ বিদ্যমান; তাই সেখানকার সত্ত্বগুণকে বলা হয় শুদ্ধ সত্ত্ব। শুদ্ধ সত্ত্বের আর একটি নাম হচ্ছে *বাসুদেব*, কেননা বসুদেব থেকে ভগবানের জন্ম হয়। তার আর একটি অর্থ হচ্ছে যে, কেউ যখন শুদ্ধ সত্ত্বগুণে অবস্থিত হন, তখন তিনি ভগবানের রূপ, নাম, গুণ, সামগ্রী এবং পরিকর বুঝতে পারেন। *অংশেন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশরূপে কপিলদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান *অংশ* অথবা *কলায়* নিজেকে বিস্তার করেন। *অংশ* মানে হচ্ছে 'সরাসরিভাবে বিস্তার', এবং *কলা* মানে হচ্ছে 'অংশের অংশ'। অংশ, কলা এবং স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, ঠিক যেমন বিভিন্ন দীপের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য নেই, কিন্তু যে দীপটি থেকে অন্যান্য দীপগুলি জ্বালানো হয়, সেইটিকে বলা হয় আদি। তাই শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় পরব্রহ্ম বা সর্ব কারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান।

শ্লোক ১১

ব্রহ্মোবাচ

সভাজয়ন্ বিশুদ্ধেন চেতসা তচ্চিকীর্ষিতম্ ।
প্রহৃষ্যমাণৈরসুভিঃ কর্দমং চেদমভ্যধাৎ ॥ ১১ ॥

সভাজয়ন্—আরাধনা করে; **বিশুদ্ধেন**—শুদ্ধ; **চেতসা**—হৃদয়ের দ্বারা; **তৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **চিকীর্ষিতম্**—বাঞ্ছিত কার্যকলাপ; **প্রহৃষ্যমাণৈঃ**—আনন্দিত হয়ে; **অসুভিঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা; **কর্দমম্**—কর্দম মুনিকে; **চ**—এবং দেবহূতিকে; **ইদম্**—এই; **অভ্যধাৎ**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

অবতাররূপে তাঁর বাঞ্ছিত কার্যকলাপের জন্য ব্রহ্মা তাঁর প্রহৃষ্ট ইন্দ্রিয় এবং নির্মল অন্তঃকরণের দ্বারা ভগবানকে আরাধনা করার পর, তিনি কর্দম এবং দেবহূতিকে বললেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যিনি ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ, তাঁর আবির্ভাব এবং তিরোভাবের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁকে মুক্ত বলে মনে করতে হবে। তাই ব্রহ্মা হচ্ছেন মুক্ত আত্মা। তিনি যদিও এই জড় জগতের অধ্যক্ষ, তা হলেও তিনি একজন সাধারণ জীবের মতো নন। যেহেতু তিনি সাধারণ জীবের অধিকাংশ ভ্রান্তি থেকেই মুক্ত, সেই জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আবির্ভাব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি আনন্দিত চিত্তে ভগবানের কার্যকলাপের বন্দনা করেছিলেন। তিনি কর্দম মুনিরও প্রশংসা করেছিলেন, কেননা পরমেশ্বর ভগবান তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের পিতা হন, তিনি অবশ্যই একজন মহান ভক্ত। একজন ব্রাহ্মণ একটি শ্লোকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি *বেদ* এবং *পুরাণ* কি তা জানেন না, কিন্তু অন্যেরা বেদ অথবা পুরাণের প্রতি আগ্রহী হলেও, তিনি কেবল নন্দ মহারাজেরই বন্দনা করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ব্রাহ্মণটি নন্দ মহারাজের আরাধনা করতে চেয়েছিলেন, কেননা পরমেশ্বর ভগবান একটি শিশুরূপে তাঁর গৃহের অঙ্গনে খেলা করেছিলেন। এইগুলি ভগবদ্ভক্তের কয়েকটি সুন্দর অনুভূতির দৃষ্টান্ত। কোন ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে

এখানে নিয়ে আসেন, তা হলে কিভাবে তাঁর বন্দনা করতে হবে! ব্রহ্মা তাই ভগবানের অবতার কপিলদেবেরই আরাধনা করেননি, তিনি কপিলদেবের তথাকথিত পিতা কর্দম মুনিরও বন্দনা করেছেন।

শ্লোক ১২

ত্বয়া মেঽপচিতিস্তাত কল্পিতা নির্ব্যলীকতঃ ।
যন্মে সঞ্জগৃহে বাক্যং ভবান্মানদ মানয়ন্ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মা—শ্রীব্রহ্মা; **উবাচ**—বললেন; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **মে**—আমার; **অপচিতিঃ**—পূজা; **তাত**—হে পুত্র; **কল্পিতা**—সম্পন্ন হয়েছে; **নির্ব্যলীকতঃ**—নিষ্কপটে; **যৎ**—যেহেতু; **মে**—আমার; **সঞ্জগৃহে**—পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছ; **বাক্যম্**—নির্দেশ; **ভবান্**—তুমি; **মান-দ**—হে কর্দম (অন্যদের সম্মানকারী); **মানয়ন্**—শ্রদ্ধা করে।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা বললেন—হে প্রিয় পুত্র কর্দম। তুমি যেহেতু নিষ্কপটে, শ্রদ্ধা সহকারে, পূর্ণরূপে আমার নির্দেশ পালন করেছ, তার ফলে তুমি যথাযথভাবে আমার পূজা করেছ। তুমি আমার সমস্ত নির্দেশ পালন করেছ, এবং তার দ্বারা তুমি আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছ।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম জীবরূপে ব্রহ্মা সকলেরই গুরুদেব, এবং সমস্ত জীবের সৃষ্টিকারী পিতা। কর্দম মুনি হচ্ছেন একজন প্রজাপতি বা জীবস্রষ্টা, এবং তিনিও ব্রহ্মার পুত্র। ব্রহ্মা কর্দম মুনির প্রশংসা করেছেন, কেননা তিনি নিষ্কপটে এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর গুরুদেবের নির্দেশ পালন করেছেন। জড় জগতে বদ্ধ জীবেদের প্রতারণা করার একটি দোষ রয়েছে। তার চারটি দোষ হচ্ছে—সে অবশ্যই ভুল করে, সে মোহাচ্ছন্ন হতে বাধ্য, সে অপরকে প্রতারণা করতে চায়, এবং তার ইন্দ্রিয়গুলি অপূর্ণ। কিন্তু সে যদি গুরু-পরম্পরা ধারায় তার গুরুদেবের নির্দেশ পালন করে, তা হলে সে এই চারটি দোষ সংশোধন করতে পারে। তাই, সদ্‌গুরুর কাছ থেকে যে-জ্ঞান লাভ করা হয়, তাতে কোন প্রতারণা নেই। এ ছাড়া অন্য সমস্ত জ্ঞান যা বদ্ধ জীবেরা সৃষ্টি করেছে, তা কেবল প্রতারণা মাত্র। ব্রহ্মা ভালভাবেই জানতেন যে, কর্দম মুনি তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, এবং তার ফলে তিনি প্রকৃত পক্ষে তাঁর গুরুদেবকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। গুরুদেবকে সম্মান করার অর্থ হচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে তাঁর নির্দেশ পালন করা।

শ্লোক ১৩

এতাবত্যেব শুশ্রূষা কার্যা পিতরি পুত্রকৈঃ ।
বাঢ়মিত্যনুমন্যেত গৌরবেণ গুরোর্বচঃ ॥ ১৩ ॥

এতাবতী—এই পর্যন্ত ; **এব**—সঠিক; **শুশ্রূষা**—সেবা; **কার্যা**—অনুষ্ঠান করা উচিত; **পিতরি**—পিতাকে; **পুত্রকৈঃ**—পুত্রদের দ্বারা; **বাঢ়ম্ ইতি**—'যথা আজ্ঞা' বলে পালন করা; **অনুমন্যেত**—পালন করা উচিত; **গৌরবেণ**—যথাযথ সম্মান সহকারে; **গুরোঃ**—গুরুদেবের; **বচঃ**—আদেশ।

অনুবাদ

পুত্রের কর্তব্য ঠিক এইভাবে পিতার সেবা করা। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পিতা অথবা গুরুদেবের আদেশ 'যথা আজ্ঞা' বলে সম্মান সহকারে পালন করা।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুইটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তার একটি হচ্ছে *পিতরি* এবং অন্যটি হচ্ছে *গুরোঃ*। পুত্র অথবা শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে নির্দ্বিধায় গুরু এবং পিতার আদেশ পালন করা। পিতা অথবা গুরুদেব যে-আদেশই দেন না কেন, কোন রকম তর্ক-বিতর্ক না করে, 'যে আজ্ঞে' বলে স্বীকার করে নিতে হবে। "এটা ঠিক নয়। আমি এটা পালন করতে পারব না" শিষ্য অথবা পুত্রের এই রকম বলার কোনও অবসর নেই। সে যখন তা বলে, তখন তার অধঃপতন হয়। পিতা এবং গুরুদেব সমান স্তরে অধিষ্ঠিত, কেননা গুরুদেব হচ্ছেন দ্বিতীয় পিতা। উচ্চ বর্ণের মানুষদের বলা হয় দ্বিজ, অর্থাৎ যাঁর দুইবার জন্ম হয়েছে। যেখানে জন্মের প্রশ্ন রয়েছে, সেখানে অবশ্যই একজন পিতা থাকবেন। প্রকৃত পিতার দ্বারা প্রথম জন্ম হয়, এবং দ্বিতীয় জন্ম হয় গুরুদেবের দ্বারা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পিতা এবং গুরুদেব একই ব্যক্তি হতে পারেন, এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে তাঁরা ভিন্ন হতে পারেন। সে যাই হোক, পিতার আদেশ অথবা গুরুদেবের আদেশ "হ্যাঁ করব" বলে, নির্দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ পালন করা উচিত। সেখানে কোন তর্ক-বিতর্ক হতে পারে না। সেটিই হচ্ছে পিতা এবং গুরুদেবের প্রকৃত সেবা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, গুরুদেবের আদেশ হচ্ছে শিষ্যের জীবন এবং আত্মা-সদৃশ। মানুষ যেমন তার দেহ থেকে তার আত্মাকে পৃথক করতে পারে না, তেমনই শিষ্যও তাঁর জীবন থেকে গুরুদেবের আদেশকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। শিষ্য যদি

সেইভাবে তাঁর গুরুদেবের আদেশ পালন করেন, তা হলে অবশ্যই তিনি সিদ্ধি লাভ করবেন। সেই কথা উপনিষদে প্রতিপন্ন হয়েছে—ভগবান এবং গুরুদেবের প্রতি যাঁর অবিচলিত শ্রদ্ধা রয়েছে, তাঁর কাছে বৈদিক জ্ঞানের মর্ম আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। জড়-জাগতিক বিচারে কেউ নিরক্ষর হতে পারে, কিন্তু তিনি যদি গুরুদেবের প্রতি এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন, তা হলে তাঁর কাছে শাস্ত্র-জ্ঞানের মর্ম তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হবে।

শ্লোক ১৪

ইমা দুহিতরঃ সত্যস্তব বৎস সুমধ্যমাঃ ।
সর্গমেতং প্রভাবৈঃ স্বৈর্বৃংহয়িষ্যন্ত্যনেকধা ॥ ১৪ ॥

ইমাঃ—এই সমস্ত; **দুহিতরঃ**—কন্যাগণ; **সত্যঃ**—সাধ্বী; **তব**—তোমার; **বৎস**—হে প্রিয় পুত্র; **সু-মধ্যমাঃ**—তন্বী; **সর্গম্**—সৃষ্টি; **এতম্**—এই; **প্রভাবৈঃ**—বংশধরদের দ্বারা; **স্বৈঃ**—তাদের নিজেদের; **বৃংহয়িষ্যন্তি**—তারা বৃদ্ধি করবে; **অনেক-ধা**—বিভিন্ন প্রকারে।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা তখন কর্দম মুনির নয়টি কন্যার প্রশংসা করে বললেন—তোমার এই সমস্ত সুশোভনা কন্যারা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত সাধ্বী। তারা যে-তাদের বংশধরদের দ্বারা বিভিন্নভাবে এই সৃষ্টি বৃদ্ধি করবে, সেই সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

সৃষ্টির প্রারম্ভে, প্রজা বৃদ্ধির ব্যাপারে ব্রহ্মার কিছুটা চিন্তা ছিল, কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে, কর্দম মুনি ইতিমধ্যেই নয়টি সুন্দরী কন্যা লাভ করেছেন, তখন তিনি আশান্বিত হয়েছিলেন যে, এই কন্যাদের মাধ্যমে বহু সন্তানের জন্ম হবে, যাঁরা জড় জগতের সৃষ্টিকার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। তাই তাঁদের দর্শন করে তিনি প্রসন্ন হয়েছিলেন। *সু-মধ্যমা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সুন্দরী রমণীর সুশীলা কন্যা'। কোন রমণীর কটিদেশ যদি ক্ষীণ হয়, তা হলে তাকে অত্যন্ত সুন্দরী বলে বিবেচনা করা হয়। কর্দম মুনির সব কয়টি কন্যাই ছিলেন সমান সুন্দরী।

শ্লোক ১৫

অতস্ত্বমৃষিমুখ্যেভ্যো যথাশীলং যথারুচি ।
আত্মজাঃ পরিদেহ্যদ্য বিস্তৃণীহি যশো ভুবি ॥ ১৫ ॥

অতঃ—অতএব; **ত্বম্**—তুমি; **ঋষি-মুখ্যেভ্যঃ**—শ্রেষ্ঠ ঋষিদের; **যথা-শীলম্**—স্বভাব অনুসারে; **যথা-রুচি**—রুচি অনুসারে; **আত্ম-জাঃ**—তোমার কন্যাদের; **পরিদেহি**—প্রদান কর; **অদ্য**—আজ; **বিস্তৃণীহি**—বিস্তার কর; **যশঃ**—যশ; **ভুবি**—ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে।

অনুবাদ

অতএব, আজই তুমি তোমার কন্যাদের স্বভাব এবং রুচি অনুসারে, শ্রেষ্ঠ ঋষিদের হস্তে তাদের সম্প্রদান কর, তা হলে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তোমার যশোরাশি বিস্তৃত হবে।

তাৎপর্য

নয়জন মুখ্য ঋষি হচ্ছেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং অথর্বা। এই সমস্ত ঋষিরা হচ্ছেন অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ, এবং ব্রহ্মা চেয়েছিলেন যে, কর্দম মুনির নয়টি কন্যাকে যেন তাঁদের হস্তে সম্প্রদান করা হয়। এখানে দুইটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—*যথাশীলম্* এবং *যথারুচি*। কন্যাদের তিনি ঋষিদের কাছে অন্ধের মতো সম্প্রদান করেননি, পক্ষান্তরে তাঁদের স্বভাব এবং রুচি অনুসারে, উপযুক্ত ঋষিদের হস্তে তাঁদের সম্প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। স্ত্রী এবং পুরুষকে যুক্ত করার এটিই হচ্ছে একটি বিশেষ কলা।

কেবল যৌন জীবনের ভিত্তিতে স্ত্রী এবং পুরুষের মিলন হওয়া উচিত নয়। সেই ক্ষেত্রে বহু বিচার্য বিষয় রয়েছে, বিশেষ করে স্বভাব এবং রুচি। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে যদি স্বভাব এবং রুচির পার্থক্য থাকে, তা হলে সেই মিলন, কখনই সুখের হবে না। প্রায় চল্লিশ বছর আগেও, ভারতীয় বিবাহে প্রথমে বর এবং কন্যার স্বভাব ও গুণের বিচার করা হত, এবং তার পর তাদের বিবাহ অনুমোদন করা হত। তা সম্পাদিত হত দুই পক্ষের পিতা-মাতার নির্দেশনায়। জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুসারে, পিতা-মাতা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের স্বভাব এবং রুচি নির্ধারণ করতেন, এবং তাতে মিল থাকলেই কেবল তাদের বিবাহ হত—"এই ছেলেটি এই মেয়েটির উপযুক্ত, এবং এদের বিবাহ হতে পারে।" অন্য সমস্ত বিচার ছিল গৌণ। সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাও এই প্রথার উপদেশ দিয়েছেন—"স্বভাব এবং রুচি অনুসারে, ঋষিদের কাছে তুমি তোমার কন্যাদের সম্প্রদান কর।"

জ্যোতিষ গণনায়, দিব্য অথবা আসুরিক গুণ অনুসারে মানুষের শ্রেণী-বিভাগ হয়ে থাকে। সেই বিচার অনুসারে পতি-পত্নীর মনোনয়ন হত। দিব্য গুণসম্পন্না কন্যাকে দিব্য গুণসম্পন্ন পাত্রের কাছে সম্প্রদান করা উচিত। আসুরিক গুণসম্পন্ন কন্যাকে আসুরিক গুণসম্পন্ন পাত্রের কাছে সম্প্রদান করা উচিত। তা হলে তারা সুখী হবে। কিন্তু কন্যা যদি আসুরিক হয় এবং পাত্র যদি দিব্য হয়, তা হলে সেই যোটক বেমানান হবে, এবং সেই বিবাহ কখনও সুখের হতে পারে না। বর্তমানে, যেহেতু ছেলে-মেয়েদের গুণ এবং স্বভাব অনুসারে বিবাহ হচ্ছে না, তাই অধিকাংশ বিবাহই দুঃখময়, এবং সেই জন্য তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, এই কলি যুগে কেবল যৌন জীবনের ভিত্তিতে বিবাহ হবে; স্ত্রী এবং পুরুষ যখন যৌন সঙ্গমে তুষ্ট হবে, তখন তারা বিবাহ করবে, এবং যৌন জীবনে ঘাটতি পড়লে, তাদের বিচ্ছেদ হবে। সেইটি প্রকৃত পক্ষে বিবাহ নয়, তা হচ্ছে কুকুর-বিড়ালের মতো পুরুষ এবং স্ত্রীর মিলন। তাই বর্তমান যুগে যে-সমস্ত সন্তান-সন্ততির জন্ম হচ্ছে, তারা ঠিক মানুষ নয়। মানুষ মানে হচ্ছে দ্বিজ। সৎ পিতা-মাতার মাধ্যমে শিশুর প্রথম জন্ম হয়, তার পর সদ্‌গুরু এবং বেদের মাধ্যমে তার পুনর্জন্ম হয়। প্রথম মাতা-পিতা তাকে এই পৃথিবীতে জন্ম দান করেন, তার পর গুরুদেব এবং বেদ তার দ্বিতীয় পিতা এবং মাতা হন। বৈদিক প্রথা অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য যে বিবাহ, তাতে প্রতিটি পুরুষ এবং স্ত্রী পারমার্থিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, এবং সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাঁরা যখন মিলিত হতেন, তখন সব কিছুই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং বিজ্ঞান-সম্মতভাবে অনুষ্ঠান করা হত।

শ্লোক ১৬

বেদাহমাদ্যং পুরুষমবতীর্ণং স্বমায়য়া ।
ভূতানাং শেবধিং দেহং বিভ্রাণং কপিলং মুনে ॥ ১৬ ॥

বেদ—জেনে রেখো; **অহম্**—আমি; **আদ্যম্**—আদি; **পুরুষম্**—ভোক্তা; **অবতীর্ণম্**—অবতরণ করেছেন; **স্ব-মায়য়া**—তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **ভূতানাম্**—সমস্ত জীবেদের; **শেবধিম্**—এক বিশাল কোষের মতো, যিনি সমস্ত বাসনা পূর্ণ করতে পারেন; **দেহম্**—দেহ; **বিভ্রাণম্**—ধারণ করে; **কপিলম্**—কপিল মুনি; **মুনে**—হে কর্দম ঋষি।

অনুবাদ

হে কর্দম! আমি জানি যে, আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর যোগমায়ার প্রভাবে এখন অবতরণ করেছেন। তিনি জীবেদের সমস্ত বাসনা পূর্ণকারী, এবং এখন তিনি কপিল মুনির রূপ ধারণ করেছেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে আমরা *পুরুষমবতীর্ণং স্বমায়য়া* বাক্যটির উল্লেখ দেখতে পাই। পরমেশ্বর ভগবান সনাতন পুরুষ, নিয়ন্তা অথবা ভোক্তা, এবং তিনি যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির কোন কিছু গ্রহণ করেন না। চিৎ-জগৎ তাঁর পরা বা অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, আর জড় জগৎ হচ্ছে তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। *স্বমায়য়া* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা'। তা ইঙ্গিত করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যখনই অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর স্বীয় শক্তি সহ অবতরণ করেন। তিনি একটি মানুষের রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন, কিন্তু সেই শরীরটি জড় নয়। তাই *ভগবদ্গীতায়* স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারী মূঢ়রাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহকে একজন সাধারণ মানুষের শরীরের মতো মনে করে। *শেবধিম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে, তিনি জীবের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুর প্রদানকারী। বেদেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সমস্ত চেতনের মধ্যে পরম চেতন, এবং তিনি সমস্ত জীবেদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ করেন। যেহেতু তিনি সকলের সমস্ত প্রয়োজন সরবরাহ করেন, তাই তাঁকে বলা হয় ভগবান। পরমেশ্বর ভগবানও একজন চেতন ব্যক্তি; তিনি নির্বিশেষ নন। আমরা যেমন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, পরমেশ্বর ভগবানও তেমন একজন ব্যক্তি—তবে তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। সেটিই হচ্ছে ভগবান এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ১৭

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন কর্মণামুদ্ধরন্ জটাঃ ।
হিরণ্যকেশঃ পদ্মাক্ষঃ পদ্মমুদ্রাপদাম্বুজঃ ॥ ১৭ ॥

জ্ঞান—শাস্ত্রজ্ঞানের; **বিজ্ঞান**—এবং তার প্রয়োগ; **যোগেন**—যোগের দ্বারা; **কর্মণাম্**—জড়-জাগতিক কার্যকলাপের; **উদ্ধরন্**—নির্মূল করে; **জটাঃ**—মূল; **হিরণ্য-কেশঃ**—সোনালী চুল; **পদ্ম-অক্ষঃ**—কমল-নয়ন; **পদ্ম-মুদ্রা**—কমল চিহ্নযুক্ত; **পদ-অম্বুজঃ**—কমল-সদৃশ চরণযুক্ত।

অনুবাদ

সুবর্ণ বর্ণ কেশ-সমন্বিত, কমল-নয়ন এবং পদ্ম চিহ্নযুক্ত পাদপদ্ম সমন্বিত কপিলদেব যোগের দ্বারা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের দ্বারা জাগতিক কর্মের বাসনা সমূলে বিনষ্ট করবেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে কপিল মুনির কার্যকলাপ এবং দৈহিক লক্ষণগুলি খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কপিল মুনির কার্যকলাপের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে—তিনি সাংখ্য দর্শন এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যে, সেই দর্শন অধ্যয়ন করে, মানুষ তার সকাম কর্মের গভীর বাসনা নির্মূল করতে সক্ষম হবেন। এই জড় জগতে প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল ভোগ করতে ব্যস্ত। মানুষ তার সৎ কর্মের ফল লাভ করে সুখী হতে চায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে আরও বেশি করে কর্মের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। পূর্ণ জ্ঞান অথবা ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত, সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না।

যারা মনোধর্মী জ্ঞানের দ্বারা এই বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায়, তারাও যথাসাধ্য চেষ্টা করছে ঠিকই, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, যাঁরা কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরা অনায়াসে অতি গভীর সকাম কর্মের বাসনা সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে কপিল মুনি সাংখ্য দর্শন প্রচার করবেন। এখানে তাঁর দৈহিক লক্ষণগুলিও বর্ণিত হয়েছে। জ্ঞান বলতে সাধারণ গবেষণা কার্য বুঝায় না। জ্ঞান মানে হচ্ছে গুরু-পরম্পরা ধারায় সদ্‌গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করা। আধুনিক যুগে জল্পনা-কল্পনা এবং অনুমানের ভিত্তিতে গবেষণা করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু যারা তা করে, তারা বিচার করে দেখে না যে, তারা নিজেরাই প্রকৃতির চারটি দোষের দাস—তারা ভুল করতে বাধ্য, তাদের ইন্দ্রিয়গুলি ত্রুটিপূর্ণ, তারা মোহাচ্ছন্ন হতে বাধ্য, এবং তাদের প্রতারণা করার প্রবণতা করেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না গুরুশিষ্য-পরম্পরা ধারায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কেবল তার মনগড়া কতকগুলি মতবাদ উপস্থাপন করে; তাই সে মানুষকে প্রতারণা করছে। জ্ঞান মানে হচ্ছে গুরুশিষ্য-পরম্পরা ধারায় শাস্ত্র থেকে লব্ধ জ্ঞান, এবং বিজ্ঞান মানে হচ্ছে সেই জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। কপিল মুনির সাংখ্য দর্শন জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

শ্লোক ১৮

এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্টঃ কৈটভার্দনঃ ।
অবিদ্যাসংশয়গ্রন্থিং ছিত্ত্বা গাং বিচরিষ্যতি ॥ ১৮ ॥

এষঃ—সেই পরমেশ্বর ভগবান; **মানবি**—হে মনুকন্যা; **তে**—তোমার; **গর্ভম্**—গর্ভে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছেন; **কৈটভ-অর্দনঃ**—কৈটভাসুর হন্তা; **অবিদ্যা**—অজ্ঞানের; **সংশয়**—এবং সন্দেহের; **গ্রন্থিম্**—গ্রন্থি; **ছিত্ত্বা**—ছেদন করে; **গাম্**—জগতে; **বিচরিষ্যতি**—তিনি ভ্রমণ করবেন।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা তখন দেবহূতিকে বললেন—হে মনুকন্যা! যিনি কৈটভাসুরকে বধ করেছিলেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন তোমার গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছেন। তিনি তোমার সমস্ত অবিদ্যা এবং সংশয়ের গ্রন্থি ছেদন করবেন। তার পর তিনি সারা পৃথিবীতে বিচরণ করবেন।

তাৎপর্য

এখানে *অবিদ্যা* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *অবিদ্যা* মানে হচ্ছে নিজের প্রকৃত পরিচয় বিস্মৃত হওয়া। আমরা সকলেই হচ্ছি জীবাত্মা, কিন্তু আমরা তা ভুলে গেছি। আমরা মনে করছি, "আমি হচ্ছি এই শরীর"। তাকে বলা হয় অবিদ্যা। *সংশয়গ্রন্থি* মানে হচ্ছে 'সন্দেহ'। আত্মা যখন নিজেকে জড় জগৎ থেকে অভিন্ন বলে মনে করে, তখনই এই সংশয় গ্রন্থির বন্ধন হয়। সেই গ্রন্থিটিকে অহঙ্কার বলেও সম্বোধন করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার সংযোগ। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শাস্ত্র থেকে যথাযথ জ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে এবং সেই জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে, জড় পদার্থ এবং চিন্ময় আত্মার এই গ্রন্থি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মা দেবহূতিকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর পুত্র তাঁকে জ্ঞানের আলো প্রদান করবেন, এবং তাঁকে জ্ঞান প্রদান করার পর, সেই সাংখ্য দর্শন বিতরণ করার জন্য, তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে ভ্রমণ করবেন।

সংশয় মানে হচ্ছে 'সন্দেহপূর্ণ জ্ঞান'। মনোধর্ম-প্রসূত জ্ঞান এবং কপট যৌগিক জ্ঞান সংশয়পূর্ণ। বর্তমানে তথাকথিত যোগ-পদ্ধতি এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, দেহের বিভিন্ন চক্রগুলি উত্তেজিত করার মাধ্যমে মানুষ বুঝতে পারবে যে, সে হচ্ছে ভগবান। মনোধর্মী জ্ঞানীদের ধারণাও সেই রকমই, কিন্তু তারা সকলেই সংশয়পূর্ণ। প্রকৃত জ্ঞান *ভগবদ্গীতায়* প্রকাশিত হয়েছে—"কেবল কৃষ্ণভাবনায়

ভাবিত হও। কৃষ্ণের আরাধনা কর এবং শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হও।" সেটিই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, এবং যিনি তা অনুসরণ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ১৯

অয়ং সিদ্ধগণাধীশঃ সাঙ্খ্যাচার্যৈঃ সুসম্মতঃ ।
লোকে কপিল ইত্যাখ্যাং গন্তা তে কীর্তিবর্ধনঃ ॥ ১৯ ॥

অয়ম্—এই পরমেশ্বর ভগবান; **সিদ্ধ-গণ**—সিদ্ধ ঋষিদের; **অধীশঃ**—প্রধান; **সাংখ্য-আচার্যৈঃ**—সাংখ্য দর্শনে অভিজ্ঞ আচার্যদের দ্বারা; **সু-সম্মতঃ**—বৈদিক সুসিদ্ধান্ত অনুসারে অনুমোদিত; **লোকে**—জগতে; **কপিলঃ ইতি**—কপিলরূপে; **আখ্যাম্**—বিখ্যাত; **গন্তা**—তিনি গমন করবেন; **তে**—তোমার; **কীর্তি**—যশ; **বর্ধনঃ**—বর্ধন করে।

অনুবাদ

তোমার পুত্র সমস্ত সিদ্ধ জীবাত্মাদের অধীশ্বর হবেন। তিনি প্রকৃত জ্ঞান প্রদানে দক্ষ আচার্যদের দ্বারা অনুমোদিত হবেন, এবং মানুষদের মধ্যে তিনি কপিল নামে বিখ্যাত হবেন। দেবহূতির পুত্র নামে তিনি তোমার যশ বৃদ্ধি করবেন।

তাৎপর্য

সাংখ্য দর্শন হচ্ছে দেবহূতির পুত্র কপিলের দ্বারা প্রতিপাদিত দার্শনিক পদ্ধতি। অন্য কপিল, যে দেবহূতির পুত্র নয়, সে নকল। সেইটি ব্রহ্মার উক্তি, এবং আমরা যেহেতু ব্রহ্মার সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাঁর উক্তি আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, প্রকৃত কপিল হচ্ছেন দেবহূতির পুত্র এবং প্রকৃত সাংখ্য দর্শন তিনিই প্রবর্তন করে গেছেন, যা পারমার্থিক নিয়মের পরিচালক বা আচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত হবে। সুসম্মত শব্দটির অর্থ হচ্ছে, 'যাঁদের কাছ থেকে সুন্দর মতামত লাভ করা যায় তাঁদের দ্বারা স্বীকৃত'।

শ্লোক ২০

মৈত্রেয় উবাচ

তাবাশ্বাস্য জগৎস্রষ্টা কুমারৈঃ সহনারদঃ ।
হংসো হংসেন যানেন ত্রিধামপরমং যযৌ ॥ ২০ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **তৌ**—দম্পতি; **আশ্বাস্য**—আশ্বাসিত হয়ে; **জগৎ-স্রষ্টা**—ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা; **কুমারৈঃ**—কুমারগণ সহ; **সহ-নারদঃ**—নারদ মুনি সহ; **হংসঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **হংসেন যানেন**—তাঁর হংস বাহনের দ্বারা; **ত্রি-ধাম-পরমম্**—সর্বোচ্চ লোকে; **যযৌ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—কর্দম মুনি এবং তাঁর পত্নী দেবহূতিকে এইভাবে বলে, ব্রহ্মাণ্ডের নির্মাতা ব্রহ্মা, যিনি হংস নামেও পরিচিত, তিনি তাঁর বাহন হংসে চড়ে চার কুমার এবং নারদ সহ ত্রিভুবনের সর্বোচ্চ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে *হংসেন যানেন* কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হংসযান নামক যে বিমানে ব্রহ্মা বাহ্য আকাশের সর্বত্র বিচরণ করেন, সেই বিমানটি দেখতে ঠিক একটি হংসের মতো। ব্রহ্মাও হংস নামে পরিচিত, কেননা তিনি প্রত্যেক বস্তুর সার গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর ধামকে বলা হয় *ত্রিধামপরমম্*। ব্রহ্মাণ্ডের তিনটি বিভাগ রয়েছে—স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক এবং পাতাল লোক—কিন্তু তাঁর ধাম এমনকি সিদ্ধলোকেরও উর্ধ্বে। তিনি চার কুমার এবং নারদ সহ তাঁর লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কেননা তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন বিবাহ করবার জন্য নয়। মরীচি, অত্রি প্রমুখ অন্যান্য যে-সমস্ত ঋষিরা তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁরা সেখানে রয়ে গিয়েছিলেন, কেননা তাঁরা কর্দম মুনির কন্যাদের বিবাহ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার অন্যান্য পুত্রেরা—সনৎ, সনক, সনন্দন, সনাতন এবং নারদ তাঁর হংসাকৃতি বিমানে তাঁর সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন। চার কুমার এবং নারদ হচ্ছেন *নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী*। *নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী* হচ্ছেন তিনি যিনি কখনও বীর্যপাত করেননি। তাঁরা তাঁদের অন্যান্য ভ্রাতা মরীচি আদি ঋষিদের বিবাহ উৎসবে যোগদান করছিলেন না, তাই তাঁরা তাঁদের পিতা হংসের সঙ্গে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

গতে শতধৃতৌ ক্ষত্তঃ কর্দমস্তেন চোদিতঃ ।
যথোদিতং স্বদুহিতৃঃ প্রাদাদ্বিশ্বসৃজাং ততঃ ॥ ২১ ॥

গতে—চলে যাওয়ার পর; **শত-ধৃতৌ**—শ্রীব্রহ্মা; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **কর্দমঃ**—কর্দম মুনি; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **চোদিতঃ**—আদিষ্ট; **যথা-উদিতম্**—যেভাবে বলা হয়েছিল;

স্ব-দুহিতৃঃ—তাঁর কন্যাদের; **প্রাদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **বিশ্ব-সৃজাম্**—বিশ্বের প্রজা স্রষ্টাদের; **ততঃ**—তার পর।

অনুবাদ

হে বিদুর, ব্রহ্মার প্রস্থানের পর, তাঁর নির্দেশ অনুসারে, কর্দম মুনি বিশ্বের প্রজা স্রষ্টা সেই নয়জন মহর্ষিদের তাঁর নয়টি কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন।

শ্লোক ২২-২৩

মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনসূয়ামথাত্রয়ে ।
শ্রদ্ধামঙ্গিরসেঽযচ্ছৎপুলস্ত্যায় হবির্ভুবম্ ॥ ২২ ॥
পুলহায় গতিং যুক্তাং ক্রতবে চ ক্রিয়াং সতীম্ ।
খ্যাতিং চ ভৃগবেঽযচ্ছদ্বশিষ্ঠায়াপ্যরুন্ধতীম্ ॥ ২৩ ॥

মরীচয়ে—মরীচিকে; **কলাম্**—কলা; **প্রাদাৎ**—তিনি দান করেছিলেন; **অনসূয়াম্**—অনসূয়া; **অথ**—তার পর; **অত্রয়ে**—অত্রিকে; **শ্রদ্ধাম্**—শ্রদ্ধা; **অঙ্গিরসে**—অঙ্গিরাকে; **অযচ্ছৎ**—তিনি প্রদান করেছিলেন; **পুলস্ত্যায়**—পুলস্ত্যকে; **হবির্ভুবম্**—হবির্ভূ; **পুলহায়**—পুলহকে; **গতিম্**—গতি; **যুক্তাম্**—উপযুক্ত; **ক্রতবে**—ক্রতুকে; **চ**—এবং; **ক্রিয়াম্**—ক্রিয়া; **সতীম্**—পুণ্যবতী; **খ্যাতিম্**—খ্যাতি; **চ**—এবং; **ভৃগবে**—ভৃগুকে; **অযচ্ছৎ**—তিনি প্রদান করেছিলেন; **বশিষ্ঠায়**—বশিষ্ঠ মুনিকে; **অপি**—ও; **অরুন্ধতীম্**—অরুন্ধতী।

অনুবাদ

কর্দম মুনি মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা এবং পুলস্ত্যকে হবির্ভূ নামক কন্যা দান করেছিলেন। পুলহকে গতি, ক্রতুকে পতিব্রতা ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি এবং বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী নামক কন্যা সমর্পণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

অথর্বণেঽদদাচ্ছান্তিং যয়া যজ্ঞো বিতন্যতে ।
বিপ্রর্ষভান্ কৃতোদ্বাহান্ সদারান্ সমলালয়ৎ ॥ ২৪ ॥

অথর্বণে—অথর্বাকে; **অদদাৎ**—প্রদান করেছিলেন; **শান্তিম্**—শান্তি; **যয়া**—যাঁর দ্বারা; **যজ্ঞঃ**—যজ্ঞ; **বিতন্যতে**—অনুষ্ঠিত হয়; **বিপ্র-ঋষভান্**—ব্রাহ্মণদের অগ্রগণ্য; **কৃত-উদ্বাহান্**—বিবাহ সম্পাদন করে; **স-দারান্**—তাঁদের পত্নীগণ সহ; **সমলালয়ৎ**—তাঁদের লালন-পালন করেছিলেন।

অনুবাদ

তিনি শান্তি নাম্নী কন্যাকে অথর্বার নিকট সম্প্রদান করেছিলেন। এই শান্তির জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান ভালভাবে সম্পাদিত হয়। এইভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের বিবাহ-কার্য সম্পাদন করার পর, তিনি তাঁদের সস্ত্রীক লালন-পালন করতে লাগলেন।

শ্লোক ২৫

ততস্তু ঋষয়ঃ ক্ষত্তঃ কৃতদারা নিমন্ত্র্য তম্ ।
প্রাতিষ্ঠন্নন্দিমাপন্নাঃ স্বং স্বমাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২৫ ॥

ততঃ—তার পর; **তে**—তারা; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **কৃতদারাঃ**—এইভাবে বিবাহিত হয়ে; **নিমন্ত্র্য**—বিদায় গ্রহণ করে; **তম্**—কর্দম; **প্রাতিষ্ঠন্**—তাঁরা প্রস্থান করেছিলেন; **নন্দিম্**—আনন্দ; **আপন্নাঃ**—লাভ করে; **স্বম্ স্বম্**—তাঁদের নিজের নিজের; **আশ্রম-মণ্ডলম্**—আশ্রমে।

অনুবাদ

হে বিদুর। এইভাবে বিবাহিত হয়ে, ঋষিরা কর্দম মুনির থেকে বিদায় গ্রহণ করে, আনন্দিত অন্তরে তাঁদের নিজ-নিজ আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ২৬

স চাবতীর্ণং ত্রিযুগমাজ্ঞায় বিবুধর্ষভম্ ।
বিবিক্ত উপসঙ্গম্য প্রণম্য সমভাষত ॥ ২৬ ॥

সঃ—কর্দম মুনি; **চ**—এবং; **অবতীর্ণম্**—অবতরণ করেছিলেন; **ত্রি-যুগম্**—বিষ্ণু; **আজ্ঞায়**—হৃদয়ঙ্গম করে; **বিবুধ-ঋষভম্**—সমস্ত দেবতাদের শ্রেষ্ঠ; **বিবিক্তে**—নির্জন স্থানে; **উপসঙ্গম্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **প্রণম্য**—প্রণাম করে; **সমভাষত**—তিনি বলেছিলেন।

অনুবাদ

দেবশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু অবতীর্ণ হয়েছেন জেনে, কর্দম মুনি নির্জনে তাঁর সমীপবর্তী হয়ে, তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণুকে বলা হয় *ত্রিযুগ* । তিনি সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর—এই তিনটি যুগে আবির্ভূত হন—কিন্তু কলি যুগে তিনি আবির্ভূত হন না। প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনা থেকে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, কলি যুগে তিনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সেই ভক্ত। ভক্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন, এবং যদিও তিনি নিজেকে প্রকাশ করেননি, তবুও রূপ গোস্বামী তাঁকে চিনে ফেলেছেন, কেননা ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে নিজেকে লুকাতে পারেন না। শ্রীল রূপ গোস্বামী যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রথমবার প্রণতি নিবেদন করছিলেন, তখনই তিনি তাঁকে চিনে ফেলেছিলেন। তিনি জানতেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাই তিনি তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে বন্দনা করেছিলেন—"আমি শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।" প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনাতেও তা প্রতিপন্ন হয়েছে—কলি যুগে তিনি সরাসরিভাবে আবির্ভূত হন না, তিনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হন। তাই বিষ্ণুকে বলা হয় *ত্রিযুগ*। *ত্রিযুগ* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে, তাঁর তিন জোড়া দিব্য গুণ রয়েছে, যথা—শক্তি ও সমৃদ্ধি, দয়া ও যশ, এবং জ্ঞান ও শান্তি। শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতে, তাঁর তিন জোড়া ঐশ্বর্য হচ্ছে—পূর্ণ সম্পদ ও পূর্ণ শক্তি, পূর্ণ যশ ও পূর্ণ সৌন্দর্য এবং পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ বৈরাগ্য। এই *ত্রিযুগ* শব্দটির বিভিন্ন বিশ্লেষণ রয়েছে, তবে সমস্ত বিদ্বান ব্যক্তিরাই স্বীকার করেন যে, *ত্রিযুগ* মানে হচ্ছে বিষ্ণু। কর্দম মুনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পুত্র কপিল হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু, তিনি তখন তাঁকে তাঁর প্রণতি নিবেদন করতে চেয়েছিলেন। তাই, কপিল যখন একলা ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে নিম্নোক্তভাবে প্রণাম করেছিলেন এবং তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ২৭

অহো পাপচ্যমানানাং নিরয়ে স্বৈরমঙ্গলৈঃ ।
কালেন ভূয়সা নূনং প্রসীদন্তীহ দেবতাঃ ॥ ২৭ ॥

অহো—আহা; **পাপচ্যমানানাম্**—যারা পাপের ফলে দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে; **নিরয়ে**—নারকীয় সংসার বন্ধনে; **স্বৈঃ**—তাদের নিজেদের; **অমঙ্গলৈঃ**—দুষ্কর্মের দ্বারা; **কালেন ভূয়সা**—দীর্ঘ কাল পরে; **নূনম্**—নিঃসন্দেহে; **প্রসীদন্তি**—প্রসন্ন হয়; **ইহ**—এই জগতে; **দেবতাঃ**—দেবতাগণ।

অনুবাদ

কর্দম মুনি বললেন—আহা, যে-সমস্ত দুর্দশাক্লিষ্ট জীবাত্মারা তাদের পাপ কর্মের ফলে, সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নানা প্রকার দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে, দীর্ঘ কাল পরে ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা তাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করার স্থান, সেখানে বদ্ধ জীবেরা তাদের নিজেদের পাপ কর্মের ফল ভোগ করে থাকে। এই দুঃখ-দুর্দশা তাদের উপর জোর করে চাপানো হয়নি; পক্ষান্তরে, বদ্ধ জীবেরা তাদের নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা এই দুঃখ-দুর্দশা সৃষ্টি করে। বনে দাবানল আপনা থেকেই জ্বলে ওঠে। এমন নয় যে, কেউ সেখানে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। গাছে-গাছে ঘর্ষণের ফলে আপনা থেকেই আগুন জ্বলে ওঠে। যখন এই সংসাররূপী অরণ্যের অগ্নি থেকে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়, তখন ব্রহ্মা সহ সমস্ত দেবতারা পীড়িত হয়ে ভগবানের কাছে যান, এবং সেই তাপ থেকে তাঁদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর কাছে আবেদন করেন। তখন পরমেশ্বর ভগবান অবতরণ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, দেবতারা যখন বদ্ধ জীবেদের দুঃখ-দুর্দশা দর্শন করে ব্যথিত হন, তখন তাঁরা সেই দুঃখ-দুর্দশার উপশমের জন্য ভগবানের সমীপবর্তী হন, এবং ভগবান তখন অবতরণ করেন। ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাই কর্দম মুনি বলেছেন, "মানুষদের দীর্ঘ কাল যাবৎ দুঃখ-দুর্দশার পর, দেবতারা এখন প্রসন্ন হয়েছেন, কেননা ভগবানের অবতার কপিলদেব এখন আবির্ভূত হয়েছেন।"

শ্লোক ২৮

বহূজন্মবিপক্কেন সম্যগ্‌যোগসমাধিনা ।
দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্ ॥ ২৮ ॥

বহু—অনেক; **জন্ম**—জন্মান্তরে; **বিপক্কেন**—পরিণত; **সম্যক্**—পূর্ণরূপে; **যোগ-সমাধিনা**—যোগ-সমাধির দ্বারা; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **যতন্তে**—তারা প্রচেষ্টা করে; **যতয়ঃ**—যোগীগণ; **শূন্য-অগারেষু**—নির্জন স্থানে; **যৎ**—যাঁর; **পদম্**—চরণ।

অনুবাদ

বহু জন্ম ধরে, বহু পরিপক্ক যোগীরা পূর্ণ সমাধিযোগে নির্জন স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করার চেষ্টা করেন।

তাৎপর্য

এখানে যোগ সম্বন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। *বহুজন্মবিপক্কেন* কথাটির অর্থ হচ্ছে 'বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে পরিপক্ক যোগ অভ্যাসের পর'। আর একটি কথা হচ্ছে *সম্যগ্‌যোগসমাধিনা*, অর্থাৎ 'সম্পূর্ণরূপে যোগ-পদ্ধতি অনুশীলনের দ্বারা'। যোগের পূর্ণ অনুশীলন মানে হচ্ছে *ভক্তিযোগ*। *ভক্তিযোগ* বা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগতি ব্যতীত, যোগের অনুশীলন পূর্ণ হয় না। *ভগবদ্গীতাতেও* সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *বহূনাং জন্মনামন্তে*—বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর যে জ্ঞানী ব্যক্তি দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন। কর্দম মুনি সেই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। বহু বছর ধরে এবং বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে পূর্ণরূপে যোগ অনুশীলনের পর, যোগী নির্জন স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করতে পারেন। এমন নয় যে কয়েক দিন ধরে কয়েকটি আসন অভ্যাস করার পর, তৎক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ হয়ে যায়। যোগ অভ্যাস দীর্ঘ কাল ধরে করতে হয়—'বহু বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে'—তার পর যোগের পূর্ণতা লাভ হয়, এবং যোগীকে নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলন করতে হয়। কোন শহরে অথবা সার্বজনীন উদ্যানে যোগ অভ্যাস করা যায় না, এবং কয়েক টাকার বিনিময়ে নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করা যায় না। এই সমস্ত হচ্ছে ভণ্ডদের অপপ্রচার। যাঁরা প্রকৃত যোগী তাঁরা নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলন করেন, এবং বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর তাঁরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হন, তা হলেই কেবল সফল হতে পারেন। সেটিই হচ্ছে যোগের পূর্ণতা।

শ্লোক ২৯

স এব ভগবানদ্য হেলনং ন গণয্য নঃ ।
গৃহেষু জাতো গ্রাম্যাণাং যঃ স্বানাং পক্ষপোষণঃ ॥ ২৯ ॥

সঃ এব—সেই; ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; অদ্য—আজ; হেলনম্—উপেক্ষা; ন—না; গণয্য—উচ্চ-নীচ বিচার করে; নঃ—আমাদের; গৃহেষু—গৃহে; জাতঃ—প্রকট হয়েছেন; গ্রাম্যাণাম্—সাধারণ গৃহস্থদের; যঃ—যিনি; স্বানাম্—তাঁর ভক্তদের; পক্ষ-পোষণঃ—পক্ষপাতী।

অনুবাদ

আমাদের মতো সাধারণ গৃহস্থদের লঘুতা গণ্য না করে, সেই পরমেশ্বর ভগবান কেবল তাঁর ভক্তদের পক্ষপাতিত্ব করার জন্যই আমাদের গৃহে প্রকট হয়েছেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানের এত প্রিয় যে, যদিও তিনি জন্ম-জন্মান্তর ধরে নির্জন স্থানে যোগ অনুশীলনকারী যোগীদের সম্মুখে প্রকট হন না, তবুও তিনি সাধারণ গৃহস্থদের গৃহে প্রকট হতে অঙ্গীকার করেন, যাঁরা কোন রকম যোগ অনুশীলন ব্যতীত কেবল ভক্তিযুক্ত সেবায় যুক্ত। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবদ্ভক্তির পন্থা এতই সরল যে, এই পন্থা অবলম্বন করে গৃহস্থরা পর্যন্ত পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁদের পরিবারের একজন সদস্যরূপে দর্শন করতে পারেন, যেমন কর্দম মুনি তাঁকে তাঁর পুত্ররূপে দর্শন করেছিলেন। একজন যোগী হলেও তিনি ছিলেন গৃহস্থ, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান কপিল মুনি তাঁর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ভগবদ্ভক্তির পন্থা এমনই এক শক্তিশালী দিব্য পন্থা যে, তা অধ্যাত্ম উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থাকে অতিক্রম করে। তাই ভগবান বলেছেন যে, তিনি বৈকুণ্ঠে থাকেন না, অথবা যোগীদের হৃদয়েও থাকেন না, কিন্তু যেখানে তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা নিরন্তর তাঁর মহিমা কীর্তন করেন, সেইখানে তিনি থাকেন। পরমেশ্বর ভগবানের আর একটি নাম *ভক্ত-বৎসল*। তাঁকে কখনও *জ্ঞানী-বৎসল* বা *যোগী-বৎসল* বলে বর্ণনা করা হয় না। তাঁকে সর্বদাই ভক্ত-বৎসল বলে বর্ণনা করা হয়, কেননা তিনি অন্য সমস্ত অধ্যাত্মবাদীদের থেকে তাঁর ভক্তদের প্রতি অধিক পক্ষপাতী। *ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভক্তেরাই কেবল তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পারেন। *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—"ভক্তির মাধ্যমেই কেবল আমাকে জানা যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়"। এই জ্ঞানটিই হচ্ছে যথার্থ, কেননা যদিও জ্ঞানীরা কেবল ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা বা জ্যোতি উপলব্ধি করতে পারে, আর যোগীরা কেবল ভগবানের আংশিক প্রকাশকে উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু ভক্তেরা যে তাঁকে কেবল যথাযথভাবে উপলব্ধিই করতে পারেন, শুধু তাই নয়, অধিকন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সঙ্গও করতে পারেন।

শ্লোক ৩০

স্বীয়ং বাক্যমৃতং কর্তুমবতীর্ণোঽসি মে গৃহে ।
চিকীর্ষুর্ভগবান্ জ্ঞানং ভক্তানাং মানবর্ধনঃ ॥ ৩০ ॥

স্বীয়ম্—আপনার নিজের; **বাক্যম্**—বাণী; **ঋতম্**—সত্য; **কর্তুম্**—করার জন্য; **অবতীর্ণঃ**—অবতরণ করেছেন; **অসি**—আপনি; **মে গৃহে**—আমার গৃহে; **চিকীর্ষুঃ**—বিতরণ করার ইচ্ছা করে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **ভক্তানাম্**—ভক্তদের; **মান**—সম্মান; **বর্ধনঃ**—বর্ধনকারী।

অনুবাদ

কর্দম মুনি বললেন—হে ভগবান, আপনি সর্বদাই আপনার ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি করেন, তাই আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য, এবং প্রকৃত জ্ঞানের পন্থা উপদেশ দেওয়ার জন্য আমার গৃহে অবতীর্ণ হয়েছেন।

তাৎপর্য

কর্দম মুনি তাঁর যোগ সাধনায় সিদ্ধ হওয়ার পর যখন ভগবান তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি তাঁর পুত্ররূপে আবির্ভূত হবেন। তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার জন্য তিনি কর্দম মুনির পুত্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের আর একটি কারণ ছিল *চিকীর্ষুর্ভগবান্ জ্ঞানম্*—জ্ঞান বিতরণ করার জন্য। তাই তাঁকে বলা হচ্ছে *ভক্তানাং মানবর্ধনঃ*—'যিনি তাঁর ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি করেন'। সাংখ্য যোগের জ্ঞান বিতরণ করে, তিনি ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি করবেন; তাই, সাংখ্য দর্শন কোন মনোধর্ম-প্রসূত শুষ্ক জল্পনা-কল্পনা নয়। সাংখ্য দর্শন মানে হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি। সাংখ্য দর্শন যদি ভগবদ্ভক্তির জন্য না হত, তা হলে ভক্তদের সম্মান বৃদ্ধি হত কিভাবে? ভগবদ্ভক্তেরা কখনও জল্পনা-কল্পনা-প্রসূত জ্ঞানের প্রতি উৎসাহী নন; তাই, কপিল মুনি কর্তৃক প্রতিপাদিত সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ভগবদ্ভক্তিতে দৃঢ়বদ্ধ করা। প্রকৃত জ্ঞান এবং প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

শ্লোক ৩১

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব ।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানামরূপিণঃ ॥ ৩১ ॥

তানি—সেই সমস্ত; **এব**—সত্যই; **তে**—আপনার; **অভিরূপাণি**—উপযুক্ত; **রূপাণি**—রূপসমূহ; **ভগবন্**—হে ভগবন্; **তব**—আপনার; **যানি যানি**—যা কিছু; **চ**—এবং; **রোচন্তে**—প্রীতিপ্রদ; **স্ব-জনানাম্**—আপনার স্বীয় ভক্তদের; **অরূপিণঃ**—যাঁর কোন জড় রূপ নেই।

অনুবাদ

হে ভগবন্! যদিও আপনার কোন জড় রূপ নেই, তবুও আপনার অনন্ত রূপ রয়েছে। সেই সব কয়টি রূপই আপনার চিন্ময় বিগ্রহ, যা আপনার ভক্তদের অত্যন্ত প্রিয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান এক অদ্বয় তত্ত্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি অনন্ত। *অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্*—ভগবান হচ্ছেন আদি রূপ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নানা রূপ রয়েছে। সেই সমস্ত বিভিন্ন রূপ তাঁর ভক্তদের রুচি অনুসারে চিন্ময় স্বরূপে প্রকট হয়। কথিত আছে যে, এক সময় শ্রীরামচন্দ্রের মহান ভক্ত হনুমান বলেছিলেন যে, তিনি জানেন লক্ষ্মীপতি নারায়ণ এবং সীতাপতি রাম এক, এবং লক্ষ্মী ও সীতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আসক্ত। ঠিক তেমনই কিছু ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের আরাধনা করেন। আমরা যখন বলি 'কৃষ্ণ', তখন আমরা কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই নয়—রাম, নৃসিংহ, বরাহ, নারায়ণ ইত্যাদি সকলকেই বুঝি। ভগবানের বিভিন্ন চিন্ময় রূপ যুগপৎ বিদ্যমান। সেই কথাও *ব্রহ্মসংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে—*রামাদিমূর্তিষু.....নানাবতারম্*। তিনি বিভিন্ন রূপে বিরাজ করেন, কিন্তু তাঁর কোন রূপই জড় নয়। শ্রীধর স্বামী তাঁর টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, *অরূপিণঃ* অর্থাৎ 'রূপ-বিহীন' বলতে বোঝানো হয়েছে যে, তাঁর কোন জড় রূপ নেই। ভগবানের রূপ রয়েছে, তা না হলে এখানে কিভাবে উল্লেখ করা হয়, *তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব*—"আপনার রূপ রয়েছে, কিন্তু সেইগুলি জড় নয়। জড় বিচারে আপনার কোন রূপ নেই, কিন্তু চিন্ময় স্তরে আপনার অনন্ত রূপ রয়েছে"। মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভগবানের এই সমস্ত চিন্ময় রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, এবং তাই তারা নিরাশ হয়ে বলে যে, পরমেশ্বর ভগবান নির্বিশেষ। কিন্তু তা সত্য নয়; যেখানে ব্যক্তিত্ব রয়েছে, সেখানে রূপও রয়েছে। অনেক বৈদিক শাস্ত্রে বহুবার ভগবানকে পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে 'আদি রূপ, আদি ভোক্তা'। তার থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ভগবানের কোন জড় রূপ নেই,

তবুও তাঁর বিভিন্ন স্তরের ভক্তদের রুচি অনুসারে, তিনি রাম, নৃসিংহ, বরাহ, নারায়ণ এবং মুকুন্দ আদি নানা রূপে যুগপৎ বিদ্যমান। তাঁর হাজার হাজার রূপ রয়েছে, কিন্তু তাঁরা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ।

শ্লোক ৩২

ত্বাং সূরিভিস্তত্ত্ববুভুৎসয়াদ্ধা
সদাভিবাদার্হণপাদপীঠম্ ।
ঐশ্বর্যবৈরাগ্যযশোঽববোধ-
বীর্যশ্রিয়া পূর্তমহং প্রপদ্যে ॥ ৩২ ॥

ত্বাম্—আপনাকে; সূরিভিঃ—মহর্ষিদের দ্বারা; তত্ত্ব—পরমতত্ত্ব; বুভুৎসয়া—জানবার ইচ্ছায়; অদ্ধা—অবশ্যই; সদা—সর্বদা; অভিবাদ—সশ্রদ্ধ অভিবাদন; অর্হণ—যোগ্য; পাদ—আপনার চরণ; পীঠম্—আসন; ঐশ্বর্য—ঐশ্বর্য; বৈরাগ্য—বৈরাগ্য; যশঃ—যশ; অববোধ—জ্ঞান; বীর্য—শক্তি; শ্রিয়া—সৌন্দর্য; পূর্তম্—পূর্ণ; অহম্—আমি; প্রপদ্যে—শরণাগত হয়েছি।

অনুবাদ

হে ভগবান। আপনার শ্রীপাদপদ্ম সর্বদাই পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী সমস্ত মহর্ষিদের অভিবাদনের যোগ্য। আপনি ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, দিব্য যশ, জ্ঞান, বীর্য এবং শ্রী—এই ষড়বিধ ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, তাই আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি।

তাৎপর্য

যাঁরা পরমতত্ত্বের অন্বেষণ করছেন, তাঁদের অবশ্যই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর আরাধনা করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* ভগবান বহুবার অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছেন তাঁর শরণাগত হওয়ার জন্য। বিশেষভাবে নবম অধ্যায়ের শেষে তিনি বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ*—"তুমি যদি পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে চাও, তা হলে সর্বদাই আমার কথা চিন্তা কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে প্রণতি নিবেদন কর। তার ফলে তুমি আমাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে পারবে, এবং চরমে তুমি তোমার প্রকৃত আলয়, আমার ধামে আমার কাছে ফিরে আসবে।" তা কি করে সম্ভব? ভগবান সর্বদাই

ষড়ঐশ্বর্যপূর্ণ, যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য, যশ, জ্ঞান, বীর্য এবং সৌন্দর্য। পূর্তম্ শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'পূর্ণরূপে'। কেউই দাবি করতে পারে না যে, সারা জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য তার, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তা পারেন, কেননা সমস্ত ঐশ্বর্য তাঁরই। তেমনই, তিনি জ্ঞান, বৈরাগ্য, বীর্য এবং সৌন্দর্যে পূর্ণ। তিনি সর্বতোভাবে পূর্ণ, এবং কেউই তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের আর একটি নাম হচ্ছে অসমোর্ধ্ব, অর্থাৎ কেউই তাঁর সমান নয় অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ৩৩

পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং
কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালম্ ।
আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চং
স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥ ৩৩ ॥

পরম্—দিব্য; প্রধানম্—পরম; পুরুষম্—পুরুষ; মহান্তম্—যিনি জড় জগতের মূল; কালম্—যিনি কাল; কবিম্—পূর্ণরূপে অভিজ্ঞ; ত্রি-বৃতম্—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ; লোক-পালম্—যিনি সব কয়টি ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা; আত্ম—নিজে নিজে; অনুভূত্য—অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা; অনুগত—অনুপ্রবিষ্ট হয়ে; প্রপঞ্চম্—যাঁর জড় সৃষ্টি; স্ব-ছন্দ—স্বতন্ত্রভাবে; শক্তিম্—শক্তিমান; কপিলম্—ভগবান শ্রীকপিলদেবের কাছে; প্রপদ্যে—আমি শরণাগত হই।

অনুবাদ

আমি কপিলরূপে অবতীর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করি, যিনি স্বতন্ত্রভাবে শক্তিমান এবং দিব্য, যিনি পরম পুরুষ এবং মহত্তত্ত্ব ও মহাকাল, যিনি ত্রিগুণাত্মিকা বিশ্বের সর্বজ্ঞ পালনকর্তা, এবং যিনি প্রলয়ের পর সমগ্র জড় জগৎকে আত্মসাৎ করে নেন।

তাৎপর্য

এখানে কর্দম মুনি তাঁর পুত্র কপিল মুনিকে পরম্ বলে সম্বোধন করে, ছয়টি ঐশ্বর্যের উল্লেখ করেছেন। সেই ছয়টি ঐশ্বর্য হচ্ছে—সম্পদ, শক্তি, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য। পরম্ শব্দটি শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতেই পরং সত্যম্ বলে পরমেশ্বর ভগবানকে সম্বোধন করার মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়েছে। পরম্ শব্দের ব্যাখ্যা

এর পরের শব্দ প্রধানম্-এর মাধ্যমে হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে সব কিছুর মুখ্য বা আদি উৎস।—*সর্বকারণকারণম্*—সমস্ত কারণের পরম কারণ। পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ নন; তিনি পুরুষম্ বা পরম ভোক্তা আদি পুরুষ। তিনি মহাকাল এবং সর্বজ্ঞ। তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, সব কিছু সম্বন্ধে জানেন, যে-কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান বলেছেন, "আমি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র—বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু জানি"। জড় জগৎ, যা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাবে পরিচালিত হয়, তাও তাঁরই শক্তির প্রকাশ। *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*—আমরা যা কিছু দেখি, তা সবই তাঁর শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/৮)। *পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদম্ অখিলং জগৎ*। এটি বিষ্ণু পুরাণের উক্তি। আমরা বুঝতে পারি যে, যা কিছু আমরা দেখি, তা প্রকৃতির তিনটি গুণের পারস্পরিক ক্রিয়া, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা সবই হচ্ছে ভগবানের শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া। *লোকপালম্*—তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের পালনকর্তা। *নিত্যো নিত্যানাম্*—তিনি সমস্ত জীবেদের প্রধান; তিনি এক, কিন্তু তিনি বহু জীবেদের তিনি পালন করেন। ভগবান সমস্ত জীবেদের পালন করেন, কিন্তু কেউই ভগবানকে পালন করতে পারে না। সেটিই হচ্ছে তাঁর স্বচ্ছন্দশক্তি; তিনি কারোর উপর নির্ভরশীল নন। কেউ নিজেকে স্বতন্ত্র বলতে পারে, কিন্তু তবুও তাঁর ঊর্ধ্বতন অন্য কারোর উপর সে নির্ভরশীল। পরমেশ্বর ভগবান কিন্তু পরমেশ্বর; কেউই তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ অথবা তাঁর সমকক্ষ নয়।

কপিল মুনি কর্দম মুনির পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু কপিল মুনি যেহেতু পরমেশ্বর ভগবানের অবতার, তাই কর্দম মুনি পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হয়ে, তাঁকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। এই শ্লোকের আর একটি মহত্ত্বপূর্ণ উক্তি হচ্ছে—*আত্মানুভূত্যানুগতপ্রপঞ্চম্*। ভগবান জড় জগতে কপিল, রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি যে-কোন রূপেই অবতরণ করুন না কেন, তা সবই তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। সেই রূপগুলি কখনই জড়া প্রকৃতি-প্রসূত রূপ নয়। এই জড় জগতে প্রকট হয়েছে যে-সমস্ত সাধারণ জীব, তাদের দেহ জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ অথবা তাঁর কোন অংশ অথবা কলা এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি জড় শরীরে প্রকট হয়েছেন বলে মনে হলেও, তাঁর শরীর জড় নয়। তাঁর দেহ সর্বদাই চিন্ময়। কিন্তু মূর্খ এবং দুষ্কৃতকারীরা, যাদের বলা হয় মূঢ়, তারা তাঁকে তাদেরই মতো একজন বলে মনে করে, এবং তাই তারা তাঁকে উপহাস করে। তারা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করতে চায় না, কেননা তারা তাঁকে বুঝতে পারে না। ভগবদ্গীতায়

শ্রীকৃষ্ণঃ বলেছেন—*অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ*—"যারা মূঢ় তারা আমাকে উপহাস করে।" শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন রূপ ধারণ করে অবতরণ করেন, তখন তার অর্থ এই নয় যে, তিনি জড়া প্রকৃতির সহায়তায় রূপ পরিগ্রহ করেন। যে চিন্ময় রূপে তিনি চিৎ-জগতে বিরাজ করেন, সেই রূপই তিনি প্রকাশ করেন।

শ্লোক ৩৪

আ স্মাভিপৃচ্ছেঽদ্য পতিং প্রজানাং
ত্বয়াবতীর্ণর্ণ উতাপ্তকামঃ ।
পরিব্রজৎপদবীমাস্থিতোঽহং
চরিষ্যে ত্বাং হৃদি যুঞ্জন্ বিশোকঃ ॥ ৩৪ ॥

আ স্ম অভিপৃচ্ছে—আমি জিজ্ঞাসা করছি; অদ্য—এখন; পতিম্—ভগবান; প্রজানাম্—সমস্ত সৃষ্ট জীবেদের; ত্বয়া—আপনার দ্বারা; অবতীর্ণ-ঋণঃ—ঋণ থেকে মুক্ত; উত—এবং; আপ্ত—পূর্ণ হয়েছে; কাম—বাসনাসমূহ; পরিব্রজৎ—পরিব্রাজকের; পদবীম্—পদ; আস্থিতঃ—গ্রহণ করে; অহম্—আমি; চরিষ্যে—বিচরণ করব; ত্বাম্—আপনি; হৃদি—আমার হৃদয়ে; যুঞ্জন্—ধারণ করে; বিশোকঃ—শোকমুক্ত।

অনুবাদ

সমস্ত জীবের প্রভু আপনার কাছে আজ আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার রয়েছে। যেহেতু আপনি আমাকে আমার পিতৃ-ঋণ থেকে মুক্ত করেছেন, এবং আমার সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছে, তাই আমি সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে চাই। এই গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করে, শোক-রহিত হয়ে, আপনাকে সর্বদাই স্মরণ করে, আমি ইতস্তত বিচরণ করতে চাই।

তাৎপর্য

প্রকৃত পক্ষে সংসার-জীবন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হলে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় এবং আত্মায় মগ্ন হতে হয়। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা আর একটি পরিবার তৈরি করার জন্য নয়, অথবা সন্ন্যাস আশ্রমের নামে এক বিভ্রান্তিকর প্রতারণা করার জন্যও নয়। বহু সম্পত্তির মালিক হওয়া এবং নিরীহ জনসাধারণের কাছ থেকে ধন সংগ্রহ করা সন্ন্যাসীর কার্য নয়। সন্ন্যাসীর গর্বের বিষয় হচ্ছে যে, তিনি সর্বদা অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। অবশ্য ভগবানের দুই প্রকার ভক্ত রয়েছেন—*গোষ্ঠ্যানন্দী* এবং

আত্মানন্দী। যাঁরা ভগবানের বাণী প্রচার করেন এবং ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য বহু অনুগামীদের সঙ্গে থাকেন, তাঁদের বলা হয় *গোষ্ঠ্যানন্দী*। আর যাঁরা আত্মতৃপ্ত, এবং প্রচার করার ঝুঁকি গ্রহণ করেন না, তাঁরা হচ্ছেন *আত্মানন্দী*। তাই তাঁরা নির্জনে একলা ভগবানের সঙ্গে থাকেন। কর্দম মুনি ছিলেন সেই শ্রেণীর। তিনি সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হয়ে, পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে ধারণ করে, একলা থাকতে চেয়েছিলেন। *পরিব্রাজ* অর্থ হচ্ছে 'ভ্রমণরত ভিক্ষু'। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী কখনও এক জায়গায় তিন দিনের বেশি থাকেন না। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে সর্বদাই ভ্রমণে থাকা, কেননা দ্বারে দ্বারে গিয়ে মানুষকে কৃষ্ণভক্তির জ্ঞান প্রদান করাই তাঁর কর্তব্য।

শ্লোক ৩৫

শ্রীভগবানুবাচ

ময়া প্রোক্তং হি লোকস্য প্রমাণং সত্যলৌকিকে ।
অথাজনি ময়া তুভ্যং যদাবোচমৃতং মুনে ॥ ৩৫ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ময়া**—আমার দ্বারা; **প্রোক্তম্**—উক্ত; **হি**—বাস্তবিক; **লোকস্য**—মানুষদের জন্য; **প্রমাণম্**—প্রমাণ; **সত্য**—শাস্ত্রোক্ত; **লৌকিকে**—সাধারণ উক্তিতে; **অথ**—অতএব; **অজনি**—জন্ম গ্রহণ হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **তুভ্যম্**—আপনাকে; **যৎ**—যা; **অবোচম্**—আমি বলেছিলাম; **ঋতম্**—সত্য; **মুনে**—হে মুনি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান কপিলদেব বললেন—হে মুনে, সরাসরিভাবে অথবা শাস্ত্রে আমি যা কিছু বলি, তা জগতের সকলের কাছে সর্বতোভাবে প্রামাণিক। আমি পূর্বে আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার পুত্ররূপে আমি জন্ম গ্রহণ করব, তা সত্য প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আমি অবতরণ করেছি।

তাৎপর্য

ভগবানের সেবায় পূর্ণরূপে যুক্ত হওয়ার জন্য, কর্দম মুনি তাঁর গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি জানতেন যে, স্বয়ং ভগবান কপিলদেব তাঁর পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেছেন, তা হলে কেন তিনি আত্ম উপলব্ধি বা ভগবৎ উপলব্ধির সন্ধানে গৃহ ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলেন? ভগবান স্বয়ং

তাঁর গৃহে উপস্থিত, তা হলে কেন তিনি গৃহত্যাগ করছেন? এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে যে, বেদের যা কিছু নির্দেশ এবং বেদের উপদেশ অনুসারে যে-সমস্ত আচরণ প্রচলিত রয়েছে, তা সবই সমাজে প্রামাণিক বলে স্বীকার করে নিতে হবে। বেদে বলা হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেলে, মানুষকে গৃহ ত্যাগ করতে হবে। *পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ* —পঞ্চাশ বছরের পর গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করে বনে প্রবেশ করতে হবে। এইটি সমাজ-জীবনে চতুরাশ্রম বিভাগের ভিত্তিতে বেদের প্রামাণিক উক্তি। বেদ-বিহিত চারটি আশ্রম হচ্ছে ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস।

বিবাহের পূর্বে কর্দম মুনি ব্রহ্মচারীরূপে কঠোর যোগ অভ্যাস করেছিলেন, এবং তিনি যোগ-শক্তির প্রভাবে এতই শক্তিশালী হয়েছিলেন যে, তাঁর পিতা ব্রহ্মা তাঁকে বিবাহ করে, গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বনপূর্বক সন্তান উৎপাদন করতে আদেশ দিয়েছিলেন। কর্দম মুনি তাঁর সেই আদেশ শিরোধার্য করেছিলেন; তিনি নয়টি সুকন্যা এবং একটি পুত্রের (কপিল মুনি) জন্ম দান করেছিলেন, এবং এইভাবে তিনি তাঁর গৃহস্থ আশ্রমের কর্তব্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পাদন করেছিলেন, এবং এখন তাঁর কর্তব্য ছিল গৃহ ত্যাগ করা। পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে পাওয়া সত্ত্বেও, তাঁর কর্তব্য ছিল বৈদিক শাস্ত্র-নির্দেশের প্রামাণিকতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। এইটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। পরমেশ্বর ভগবান পুত্ররূপে গৃহে থাকলেও, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ পালন করা। বলা হয়েছে, *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*—মানুষের কর্তব্য হচ্ছে মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

কর্দম মুনির দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ, কেননা পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর পুত্ররূপে লাভ করা সত্ত্বেও, তিনি কেবল বেদের নির্দেশ পালন করার জন্য গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। এখানে কর্দম মুনি তাঁর গৃহ ত্যাগ করার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন—ভিক্ষুরূপে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে করতে, তিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করবেন, এবং তার ফলে তিনি জড় অস্তিত্বের সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হবেন। এই কলি যুগে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে, কেননা এই যুগে সকলেই শূদ্র এবং তাই তারা সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়ম-কানুনগুলি অনুসরণ করতে পারবে না। প্রায়ই দেখা যায় যে, তথাকথিত সন্ন্যাসীরা নানা রকম অপকর্মে আসক্ত—এমন কি গোপনে তারা স্ত্রীসঙ্গ পর্যন্ত করে। এটিই হচ্ছে এই যুগের জঘন্য অবস্থা। যদিও তারা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছে, তবুও তারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, নেশা এবং দ্যূতক্রীড়া, এই চারটি পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হতে পারেনি। যেহেতু তারা এই চারটি নিয়ম পালন

করতে পারে না তাই, তারা স্বামী হওয়ার অভিনয় করে জনসাধারণকে প্রতারণা করছে।

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কলি যুগে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত নয়। অবশ্য যারা শাস্ত্রের বিধি-বিধানগুলি বাস্তবিকই অনুশীলন করে, তারা অবশ্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সাধারণত মানুষেরা সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনে অক্ষম, এবং তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জোর দিয়ে বলেছেন, *কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা*—এই কলি যুগে ভগবানের দিব্য নাম-সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা ব্যতীত আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই, আর কোন গতি নেই। সন্ন্যাস-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরে নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করে অথবা তাঁর কথা শ্রবণ করে, নিরন্তর তাঁর সঙ্গ করা। এই যুগে স্মরণ থেকে শ্রবণ অধিক মহত্ত্বপূর্ণ, কেননা চিত্ত বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে স্মরণে বাধা আসতে পারে, কিন্তু একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ করা হলে, শ্রীকৃষ্ণ-নামরূপ শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গ করতে সে বাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ এবং 'কৃষ্ণ' নামের শব্দ-তরঙ্গ অভিন্ন, তাই কেউ যদি উচ্চস্বরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করেন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতে সক্ষম হবেন। কীর্তনের এই পন্থাই হচ্ছে এই যুগে আত্ম-উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমগ্র মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য এত সুন্দরভাবে তাঁর প্রচার করে গেছেন।

শ্লোক ৩৬

এতন্মে জন্ম লোকেঽস্মিন্মুমুক্ষূণাং দুরাশয়াৎ ।
প্রসংখ্যানায় তত্ত্বানাং সম্মতায়াত্মদর্শনে ॥ ৩৬ ॥

এতৎ—এই; **মে**—আমার; **জন্ম**—জন্ম; **লোকে**—জগতে; **অস্মিন্**—এই; **মুমুক্ষূণাম্**—মুক্তিকামী মহর্ষিদের দ্বারা; **দুরাশয়াৎ**—অনাবশ্যক জড় বাসনা থেকে; **প্রসংখ্যানায়**—বিশ্লেষণ করার জন্য; **তত্ত্বানাম্**—তত্ত্বের; **সম্মতায়**—অত্যন্ত উচ্চ ধারণা সমন্বিত; **আত্ম-দর্শনে**—আত্ম উপলব্ধিতে।

অনুবাদ

এই জগতে আমার আবির্ভাবের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সাংখ্য দর্শন বিশ্লেষণ করা, যা অনর্থপূর্ণ জড় বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার অভিলাষী মুমুক্ষুদের দ্বারা অত্যন্ত সমাদৃত।

তাৎপর্য

এখানে *দুরাশয়াৎ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। *দুর্* বলতে বোঝায় দুঃখ। *আশয়াৎ* মানে হচ্ছে 'আশ্রয় থেকে'। বদ্ধ জীব আমরা জড় দেহের আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যা দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। মূর্খ মানুষেরা তাদের সেই অবস্থাকে বুঝতে পারে না, এবং তাকে বলা হয় অবিদ্যা বা মায়ার মোহময়ী প্রভাব। মানুষদের অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে উপলব্ধি করা উচিত যে, জড় দেহটি হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস। আধুনিক সভ্যতা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করেছে বলে মনে করা হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলতে কি বোঝায়? তাদের সেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কেবল দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাদের এই জ্ঞান নেই যে, দেহটিকে যতই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা হোক না কেন তা বিনাশশীল। ভগবদ্গীতায় সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ*—এই দেহ অবশ্যই বিনষ্ট হয়ে যাবে। *নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ* বলতে জীবাত্মা বা দেহাভ্যন্তরস্থ চিৎ স্ফুলিঙ্গকে বোঝানো হয়। আত্মা নিত্য, কিন্তু দেহ নিত্য নয়। আমাদের কার্যকলাপের জন্য আমাদের দেহের প্রয়োজন। দেহ ব্যতীত, ইন্দ্রিয় ব্যতীত কার্যকলাপ সম্ভব নয়। কিন্তু একটি শাশ্বত শরীর লাভ করা সম্ভব কিনা সে ব্যাপারে মানুষেরা অনুসন্ধান করছে না। প্রকৃত পক্ষে তারা নিত্য শরীরের আকাঙ্ক্ষা করে, কেননা যদিও তারা ইন্দ্রিয় সুখভোগে লিপ্ত, কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় সুখভোগ নিত্য নয়। তাই তারা এমন কিছু চায়, যা চিরকাল ভোগ করা যায়, কিন্তু সেই পূর্ণতা কি করে লাভ করা সম্ভব তা তারা বুঝতে পারে না। তাই সাংখ্য দর্শন, যার উল্লেখ এখানে কপিলদেব করেছেন তা *তত্ত্বানাম্* । সাংখ্য দর্শন প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান দান করার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। সেই প্রকৃত তত্ত্বটি কি? প্রকৃত তত্ত্বটি হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার উৎস জড় দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার জ্ঞান। ভগবান কপিলদেবের অবতরণের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সেইটি। সেই কথা এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৭

এষ আত্মপথোঽব্যক্তো নষ্টঃ কালেন ভূয়সা ।
তং প্রবর্তয়িতুং দেহমিমং বিদ্ধি ময়া ভৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

এষঃ—এই; **আত্ম-পথঃ**—আত্ম উপলব্ধির পন্থা; **অব্যক্তঃ**—দুর্জ্ঞেয়; **নষ্টঃ**—হারিয়ে গেছে; **কালেন ভূয়সা**—কালের প্রভাবে; **তম্**—এই; **প্রবর্তয়িতুম্**—পুনরায় প্রবর্তন

পরার জন্য; দেহম্—দেহ; ইমম্—এই; বিদ্ধি—জেনে রাখুন; ময়া—আমার দ্বারা; ভৃতম্—গ্রহণ করা হয়েছে।

অনুবাদ

আত্ম উপলব্ধির এই দুর্জ্ঞেয় পন্থা কালের প্রভাবে এখন লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই দর্শন মানব-সমাজে পুনরায় প্রবর্তন করার জন্য এবং বিশ্লেষণ করার জন্য, আমি কপিলরূপী এই দেহ ধারণ করেছি বলে জানবেন।

তাৎপর্য

জড়বাদী দার্শনিকেরা যেমন অন্য দার্শনিকদের অতিক্রম করার জন্য তাদের মতবাদ খণ্ডন করে নতুন মতবাদ প্রস্তুত করে, কপিলদেব কর্তৃক প্রবর্তিত এই সাংখ্য দর্শন সেই রকম কোন নব্য দর্শন নয়। জড় স্তরে প্রত্যেকেই, বিশেষ করে মনোধর্মী জ্ঞানীরা অন্যদের থেকে অধিক বিখ্যাত হতে চায়। জ্ঞানীদের কার্যকলাপের ক্ষেত্র হচ্ছে মন। মনকে যে কতভাবে বিচলিত করা যায় তার কোন ইয়ত্তা নেই। মনকে অসংখ্যভাবে বিক্ষুব্ধ করা যায়, এবং তার ফলে অসংখ্য মতবাদ উপস্থাপন করা যায়। সাংখ্য দর্শন সেই রকম নয়; তা মনোধর্ম-প্রসূত কল্পনা নয়। তা বাস্তব সত্য, কিন্তু কপিলদেবের সময় তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

কালের প্রভাবে যে কোন জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে অথবা সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত হয়ে যেতে পারে; সেইটি হচ্ছে এই জড় জগতের স্বভাব। *ভগবদ্গীতাতেও* শ্রীকৃষ্ণ এই রকমই একটি কথা বলেছেন। *স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ*—"*ভগবদ্গীতায়* যে যোগ-পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে, তা কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল"। পরম্পরা ধারায় তা প্রবাহিত হচ্ছিল, কিন্তু কালের প্রভাবে তা হারিয়ে গিয়েছিল। কাল এতই প্রবল যে, তার প্রভাবে এই জড় জগতে সব কিছুই নষ্ট হয়ে যেতে পারে অথবা হারিয়ে যেতে পারে। কৃষ্ণ এবং অর্জুনের মিলনের পূর্বে, *ভগবদ্গীতার* যোগ-পদ্ধতি হারিয়ে গিয়েছিল। তাই কৃষ্ণ আবার সেই প্রাচীন যোগ-পদ্ধতি অর্জুনকে দান করেছিলেন, যিনি *ভগবদ্গীতার* জ্ঞান প্রকৃত পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ ছিলেন। তেমনই, কপিলদেবও বলেছেন যে, সাংখ্য দর্শন তিনি প্রবর্তন করছেন না, তা রয়েছে, কিন্তু কালের প্রভাবে তা রহস্যজনকভাবে হারিয়ে গেছে, এবং তাই তিনি এসেছেন তা পুনঃ প্রবর্তন করার জন্য। সেইটি ভগবানের অবতরণের উদ্দেশ্য। *যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত* । ধর্ম মানে হচ্ছে জীবের প্রকৃত বৃত্তি। যখন জীবের সেই নিত্য ধর্মের গ্লানি হয়, তখন ভগবান এখানে আসেন এবং প্রকৃত ধর্ম সংস্থাপন করেন। তথা

কথিত যে-সমস্ত ধর্ম ভগবদ্ভক্তির অনুবর্তী নয়, সেইগুলিকে বলা হয় অধর্মসংস্থাপন। মানুষ যখন ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত অন্য কার্যকলাপে যুক্ত হয়, তখন তাদের সেই সমস্ত কার্যকলাপগুলিকে বলা হয় অধর্ম। মানুষ কিভাবে জড়-জাগতিক জীবনের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত হতে পারে, সেই কথা সাংখ্য দর্শনে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই সাবলীল পন্থাটি ভগবান স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৩৮

গচ্ছ কামং ময়াপৃষ্টো ময়ি সন্ন্যস্তকর্মণা ।
জিত্বা সুদুর্জয়ং মৃত্যুমমৃতত্বায় মাং ভজ ॥ ৩৮ ॥

গচ্ছ—যাও; **কামম্**—তোমার যেমন ইচ্ছা; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আপৃষ্টঃ**—অনুমোদিত; **ময়ি**—আমাকে; **সন্ন্যস্ত**—সম্পূর্ণরূপে শরণাগত; **কর্মণা**—তোমার কার্যকলাপের দ্বারা; **জিত্বা**—জয় করে; **সুদুর্জয়ম্**—অজেয়; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **অমৃতত্বায়**—অমরত্ব লাভের জন্য; **মাম্**—আমাকে; **ভজ**—ভজনা করুন।

অনুবাদ

এখন আমার দ্বারা আদিষ্ট হয়ে, আপনার সমস্ত কার্যকলাপ আমাতে অর্পণ করে, আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন। অজেয় মৃত্যুকে জয় করে, অমৃতত্ব লাভের জন্য আপনি আমার ভজনা করুন।

তাৎপর্য

সাংখ্য দর্শনের উদ্দেশ্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কেউ যদি বাস্তবিক নিত্য জীবন লাভ করতে চান, তা হলে তাঁকে ভগবদ্ভক্তিতে অথবা কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হতে হবে। জন্ম এবং মৃত্যু থেকে মুক্ত হওয়া কোন সহজ কাজ নয়। জন্ম এবং মৃত্যু জড় শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম। *সুদুর্জয়ম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'যাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন'। আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকদের জন্ম এবং মৃত্যুকে জয় করার পন্থা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। তাই তারা জন্ম এবং মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নগুলি দূরে সরিয়ে রাখে। সেইগুলি সম্বন্ধে তারা কোন বিবেচনাই করতে চায় না। তারা কেবল অনিত্য এবং বিনাশশীল জড় দেহের সমস্যাগুলি নিয়েই ব্যস্ত।

প্রকৃত পক্ষে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জন্ম এবং মৃত্যুর দুর্জয় পন্থাকে জয় করা। এখানে বর্ণিত বিধির মাধ্যমে তা সম্ভব। *মাং ভজ*—ভগবানের প্রেমময়ী

সেবায় যুক্ত হতে হবে। *ভগবদ্গীতাতেও* ভগবান বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ* "আমার ভক্ত হও। আমার আরাধনা কর।" কিন্তু তথাকথিত পণ্ডিতেরা, যারা হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে মহা মূর্খ, তারা বলে যে, যাঁর পূজা করতে হবে এবং যাঁর শরণাগত হতে হবে, তিনি কৃষ্ণ নন, অন্য কিছু। কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কেউ সাংখ্য দর্শন বা অন্য কোন দর্শন, যা বিশেষভাবে মুক্তির উদ্দেশ্য সাধন করে, তা কখনও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। বৈদিক জ্ঞান প্রতিপন্ন করে যে, অবিদ্যার ফলে মানুষ সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং প্রকৃত জ্ঞানে অবস্থিত হওয়ার ফলেই কেবল সেই বিভ্রান্তিজনক জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সাংখ্য মানে হচ্ছে সেই বাস্তব জ্ঞান, যার দ্বারা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩৯

মামাত্মানং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্বভূতগুহাশয়ম্ ।
আত্মন্যেবাত্মনা বীক্ষ্য বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি ॥ ৩৯ ॥

মাম্—আমাকে; **আত্মানম্**—পরমাত্মা; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশ; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবের; **গুহা**—হৃদয়ে; **আশয়ম্**—নিবাসকারী; **আত্মনি**—আপনার হৃদয়ে; **এব**—নিশ্চয়ই; **আত্মনা**—আপনার বুদ্ধির দ্বারা; **বীক্ষ্য**—সর্বদা দর্শন করে, সর্বদা স্মরণ করে; **বিশোকঃ**—শোকমুক্ত; **অভয়ম্**—নির্ভীকতা; **ঋচ্ছসি**—আপনি প্রাপ্ত হবেন।

অনুবাদ

আপনি আপনার বুদ্ধির দ্বারা আপনার হৃদয়ে, সমস্ত জীবের অন্তরে স্বপ্রকাশ পরমাত্মারূপে বিরাজমান আমাকে সর্বদা দর্শন করবেন। তার ফলে আপনি শোক এবং ভয় থেকে মুক্ত নিত্য জীবন প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

মানুষেরা বিভিন্নভাবে পরমতত্ত্বকে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী, বিশেষভাবে ধ্যান এবং মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতিকে অনুভব করার মাধ্যমে। কিন্তু কপিলদেব *মাম্* শব্দটি প্রয়োগ করে দৃঢ়তাপূর্বক প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন পরমতত্ত্বের অন্তিম রূপ। *ভগবদ্গীতায়* পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা *মাম্* 'আমাকে'—শব্দটির উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মূঢ় দুষ্কৃতকারীরা সেই স্পষ্ট

অর্থটির কদর্থ করে। *মাম্* হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কেউ যদি বিভিন্ন অবতারে ভগবান যেভাবে আবির্ভূত হন সেইভাবে তাঁকে দর্শন করতে পারেন, এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, তিনি কোন জড় শরীর ধারণ করেননি, পক্ষান্তরে তিনি তাঁর নিত্য চিন্ময় স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃতিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। যেহেতু মূর্খ মানুষেরা সেই কথা বুঝতে পারে না, তাই বার বার সর্বত্রই সেই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। ভগবান যেভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা কৃষ্ণ, রাম অথবা কপিলরূপে আবির্ভূত হন, কেবল সেই রূপ দর্শন করার দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মজ্যোতিকে দর্শন করা যায়, কেননা ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ছাড়া আর কিছুই নয়। সূর্য-কিরণ যেমন সূর্য-মণ্ডলের জ্যোতি, এবং সূর্যকে দর্শন করার মাধ্যমে যেমন আপনা থেকেই সূর্য-কিরণ দর্শন হয়ে যায়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার মাধ্যমে যুগপৎ পরমাত্মা উপলব্ধি এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতির দর্শন হয়ে যায়।

ভগবান ইতিপূর্বেই প্রতিপন্ন করেছেন যে, পরমতত্ত্ব তিনরূপে বিরাজমান—প্রারম্ভিক স্তরে তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, পরবর্তী স্তরে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মারূপে, এবং পরমতত্ত্বের চরম উপলব্ধি পরমেশ্বর ভগবানরূপে। যিনি পরম পুরুষকে দর্শন করেছেন, তিনি আপনা থেকেই তাঁর অন্য সমস্ত রূপগুলি, যথা পরমাত্মা এবং ব্রহ্মজ্যোতি উপলব্ধি করতে পারেন। এখানে *বিশোকোঽভয়মৃচ্ছসি* কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল মাত্র পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার মাধ্যমে সব কিছু উপলব্ধি করা যায়, এবং তার ফলে তিনি এমন একটি স্তরে অধিষ্ঠিত হন, যেখানে শোক নেই এবং ভয় নেই। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তির মাধ্যমে তা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪০

মাত্র আধ্যাত্মিকীং বিদ্যাং শমনীং সর্বকর্মণাম্ ।
বিতরিষ্যে যয়া চাসৌ ভয়ং চাতিতরিষ্যতি ॥ ৪০ ॥

মাত্রে—আমার মাতাকে; **আধ্যাত্মিকীম্**—যা পারমার্থিক জীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে; **বিদ্যাম্**—জ্ঞান; **শমনীম্**—সমাপ্তকারী; **সর্ব-কর্মনাম্**—সমস্ত সকাম কর্মের; **বিতরিষ্যে**—আমি প্রদান করব; **যয়া**—যার দ্বারা; **চ**—ও; **অসৌ**—তিনি; **ভয়ম্**—ভয়; **চ**—ও; **অতিতরিষ্যতি**—অতিক্রম করবেন।

অনুবাদ

আমি আমার মাতাকেও পারমার্থিক জীবনের দ্বার-স্বরূপ এই পরম জ্ঞান বর্ণনা করব, যাতে তিনিও সমস্ত সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্ম উপলব্ধি করতে পারেন এবং পূর্ণতা লাভ করতে পারেন। তার ফলে তিনিও সমস্ত জড়-জাগতিক ভয় থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

তাৎপর্য

গৃহ ত্যাগ করার সময় কর্দম মুনি তাঁর পত্নী দেবহূতির জন্য চিন্তিত ছিলেন, এবং তাই তাঁর যোগ্য পুত্র তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কেবল কর্দম মুনিই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন না, দেবহূতিও তাঁর কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে মুক্ত হবেন। এখানে একটি অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে—পতি আত্ম উপলব্ধির জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করে গৃহ ত্যাগ করেন, কিন্তু তাঁর প্রতিনিধি যদি পুত্র, যিনি তাঁরই মতো শিক্ষিত, তিনি গৃহে থেকে মাতাকে উদ্ধার করেন। সন্ন্যাসী তাঁর পত্নীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান না। বানপ্রস্থ আশ্রমে, অথবা গৃহস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যবর্তী আশ্রমে, মানুষ তাঁর পত্নীকে সহায়করূপে তাঁর সঙ্গে রাখতে পারেন কিন্তু তাদের মধ্যে সম্ভোগের কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমে পত্নীকে সঙ্গে রাখা যায় না। অন্যথায়, কর্দম মুনির মতো ব্যক্তি অবশ্যই তাঁর পত্নীকে তাঁর সঙ্গে রাখতেন, এবং তাঁর আত্ম উপলব্ধির সাধনায় কোন রকম বিঘ্ন হত না।

সন্ন্যাস আশ্রমে স্ত্রীলোকেদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখা যায় না, এবং কর্দম মুনি সেই বৈদিক নির্দেশ অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু পতি যখন পত্নীকে ছেড়ে চলে যান, তখন পত্নীর কি অবস্থা হয়? তখন পুত্রের উপর তাঁর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, এবং পুত্র অঙ্গীকার করেন যে, তিনি তাঁর মাতাকে সংসার বন্ধন থেকে উদ্ধার করবেন। স্ত্রীলোকেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন না। আধুনিক যুগের তথাকথিত পারমার্থিক সংস্থাগুলি মহিলাদেরও সন্ন্যাস দিচ্ছে, যদিও বৈদিক শাস্ত্রে মহিলাদের সন্ন্যাস গ্রহণ অনুমোদন করা হয়নি। তা যদি অনুমোদন করা হত, তা হলে কর্দম মুনি তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে তাঁকে সন্ন্যাস দিতে পারতেন। মহিলাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে গৃহে থাকা। তাঁদের জীবনের কেবল তিনটি স্তর—পিতার উপর নির্ভরশীল বাল্যাবস্থা, পতির উপর নির্ভরশীল যৌবন অবস্থা, এবং কপিল মুনির মতো উপযুক্ত পুত্রের উপর নির্ভরশীল বৃদ্ধাবস্থা। বৃদ্ধাবস্থায় মহিলাদের উন্নতি নির্ভর করে তাঁর উপযুক্ত পুত্রের উপর। আদর্শ পুত্র কপিল মুনি তাঁর পিতাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর মাতাকে উদ্ধার করবেন, যাতে তাঁর পিতা তাঁর পত্নীর দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিপূর্বক প্রস্থান করতে পারেন।

শ্লোক ৪১

মৈত্রেয় উবাচ
এবং সমুদিতস্তেন কপিলেন প্রজাপতিঃ ।
দক্ষিণীকৃত্য তং প্রীতো বনমেব জগাম হ ॥ ৪১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সমুদিতঃ**—সম্বোধিত হয়ে; **তেন**—তাঁর দ্বারা; **কপিলেন**—কপিলের দ্বারা; **প্রজাপতিঃ**—মানব-সমাজের জনক; **দক্ষিণী-কৃত্য**—প্রদক্ষিণ করে; **তম্**—তাঁকে; **প্রীতঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **বনম্**—বনে; **এব**—অবশ্যই; **জগাম**—প্রস্থান করেছিলেন; **হ**—তার পর।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—এইভাবে তাঁর পুত্র কপিল কর্তৃক পূর্ণরূপে উপদিষ্ট হয়ে, প্রজাপতি কর্দম মুনি তাঁকে পরিক্রমা করে, প্রসন্ন চিত্তে তৎক্ষণাৎ বনে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বনে গমন করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। এইটি কোন রকম মানসিক খেয়াল নয় যে, এক জন যাবে আর অন্য জন যাবে না। সকলেরই কর্তব্য অন্তত পক্ষে বানপ্রস্থীরূপে বনে গমন করা। বনে গমন করার অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করা, যা প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। *সদা সমুদ্বিগ্নধিয়াম্* (শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৫/৫)। যারা অনিত্য জড় শরীর গ্রহণ করেছে, তারা সর্বদাই উৎকণ্ঠায় পূর্ণ। তাই এই জড় শরীরের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, তার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া হচ্ছে বনে গমন করা, অথবা পারিবারিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে, সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত হওয়া। বনে গমন করার সেইটি হচ্ছে উদ্দেশ্য। তা না হলে, বন হচ্ছে বাঁদর এবং অন্যান্য বন্য পশুদের স্থান। বনে যাওয়ার অর্থ বাঁদর হওয়া অথবা কোন হিংস্র পশু হওয়া নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করা এবং তাঁর সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করা। প্রকৃত পক্ষে মানুষের বনে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই। বর্তমান সময়ে, বড় বড় শহরে জীবন অতিবাহিত করেছে যে-সমস্ত মানুষ, তাদের জন্য তা যুক্তিযুক্তও নয়। প্রহ্লাদ মহারাজ যে বিশ্লেষণ করেছেন

(*হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপম্*), পারিবারিক জীবনের দায়-দায়িত্ব নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকা উচিত নয়, কেননা কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত পারিবারিক জীবন একটি অন্ধকূপের মতো। যদি কেউ ক্ষেতে একটি অন্ধকূপে পড়ে যায় এবং তাকে রক্ষা করার মতো কেউ যদি সেখানে না থাকে, তা হলে বছরের পর বছর ধরে চিৎকার করলেও, কেউই দেখতে পাবে না অথবা শুনতে পাবে না কোথা থেকে সেই চিৎকারের শব্দ আসছে। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তেমনই যারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে, তারা পারিবারিক জীবনের অন্ধকূপে পতিত হয়েছে; তাদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, যেভাবেই হোক না কেন, সেই অন্ধকূপ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করা উচিত এবং তার ফলে সে দুর্ভাবনা এবং উৎকণ্ঠায় পূর্ণ জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।

শ্লোক ৪২

ব্রতং স আস্থিতো মৌনমাত্মৈকশরণো মুনিঃ ।
নিঃসঙ্গো ব্যচরৎক্ষোণীমনগ্নিরনিকেতনঃ ॥ ৪২ ॥

ব্রতম্—ব্রত; সঃ—তিনি (কর্দম); আস্থিতঃ—অবলম্বন করেছিলেন; মৌনম্—মৌন; আত্ম—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; এক—একমাত্র; শরণঃ—আশ্রিত হয়ে; মুনিঃ—ঋষি; নিঃসঙ্গ—সঙ্গ-রহিত হয়ে; ব্যচরৎ—বিচরণ করেছিলেন; ক্ষোণীম্—পৃথিবী; অনগ্নিঃ—অগ্নি-রহিত; অনিকেতনঃ—আশ্রয়বিহীন।

অনুবাদ

সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানকে স্মরণ করার জন্য এবং সর্বতোভাবে তাঁর শরণ গ্রহণ করার জন্য, কর্দম মুনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। নিঃসঙ্গ হয়ে, একজন সন্ন্যাসীরূপে তিনি পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন, অগ্নি এবং আশ্রয়ের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না।

তাৎপর্য

এখানে *অনগ্নির্* এবং *অনিকেতনঃ* শব্দ দুইটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে অগ্নি এবং বাসস্থান থেকে সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত থাকা। গৃহস্থদের যজ্ঞ করার জন্য অথবা রন্ধন করার জন্য অগ্নির সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসী এই দুইটি

দায়িত্ব থেকে মুক্ত। তাঁকে রন্ধন করতে হয় না অথবা যজ্ঞ করতে হয় না। যেহেতু তিনি সর্বদা কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত, তাই ধর্মের এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি তিনি ইতিমধ্যেই সম্পাদন করেছেন। *অনিকেতনঃ* মানে হচ্ছে 'বাসস্থান-বিহীন'। তাঁর নিজস্ব কোন বাড়ি থাকা উচিত নয়, পক্ষান্তরে তিনি সর্বদাই সম্পূর্ণরূপে তাঁর আহার এবং বাসস্থানের জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করেন। তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ভ্রমণ করা।

মৌন শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'নীরবতা'। নীরব না হলে ভগবানের লীলা-বিলাস এবং কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে স্মরণ করা যায় না। এমন নয় যে, মূর্খ হওয়ার ফলে অথবা ভালভাবে কথা বলতে না পারার ফলে, মৌনব্রত অবলম্বন করতে হবে। পক্ষান্তরে, নীরব থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ যাতে তাঁকে বিরক্ত না করতে পারে। চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন যে, মূর্খ যতক্ষণ কিছু না বলে, ততক্ষণ তাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। কথা বলাই হচ্ছে আসল পরীক্ষা। নির্বিশেষবাদী স্বামীর যে তথাকথিত মৌনব্রত তা সূচিত করে যে, তার কিছুই বলার নেই; সে কেবল ভিক্ষা করতে চায়। কিন্তু কর্দম মুনি যে মৌন অবলম্বন করেছিলেন তা তেমন ছিল না। তিনি অর্থহীন প্রজল্প থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মৌন অবলম্বন করেছিলেন। *মুনি* তাকেই বলা হয়, যিনি গম্ভীর এবং অনর্থক বাক্য ব্যয় করেন না। মহারাজ অম্বরীষ তার একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন; যখনই তিনি কথা বলতেন, তিনি কেবল ভগবানেরই লীলা-বিলাসের কথা বলতেন। *মৌন* মানে হচ্ছে অনর্থক প্রজল্প থেকে বিরত থাকা, এবং কথা বলার সুযোগটি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের লীলা বর্ণনায় ব্যবহার করা। এইভাবে জীবন সার্থক করার জন্য ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং শ্রবণ করা উচিত। *ব্রতম্* মানে হচ্ছে সঙ্কল্প করা, যেমন *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*অমানিত্বম্ অদম্ভিত্বম্*—নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করা এবং জড় উপাধির গর্বে গর্বিত না হওয়া। *অহিংসা* শব্দটির অর্থ হচ্ছে অন্যদের ব্যথা না দেওয়া। জ্ঞান এবং সিদ্ধি প্রাপ্তির আঠারটি বিধি রয়েছে, এবং কর্দম মুনি তাঁর ব্রতের দ্বারা, আত্ম উপলব্ধির সব কয়টি বিধি গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ৪৩

মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্তৎসদসতঃ পরম্ ।
গুণাবভাসে বিগুণ একভক্ত্যানুভাবিতে ॥ ৪৩ ॥

মনঃ—মন; **ব্রহ্মণি**—পরমতত্ত্বে; **যুঞ্জানঃ**—স্থির করে; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **সৎ-অসতঃ**—কার্য ও কারণ; **পরম্**—অতীত; **গুণ-অবভাসে**—যিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণকে প্রকাশ করেন; **বিগুণে**—যিনি ভৌতিক গুণের অতীত; **এক-ভক্ত্যা**—ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা; **অনুভাবিতে**—যাঁকে উপলব্ধি করা যায়।

অনুবাদ

তিনি তাঁর মনকে কার্য-কারণের অতীত, প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রকাশক, গুণাতীত, এবং ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারা অনুভূত পরমেশ্বর ভগবান পরব্রহ্মে স্থির করেছিলেন।

তাৎপর্য

যেখানেই ভক্তি রয়েছে, সেখানে তিনটি বস্তু অবশ্যই থাকবে—ভক্ত, ভক্তি এবং ভগবান। এই তিনটি ব্যতীত ভক্তি শব্দটির কোন অর্থই হয় না। কর্দম মুনি তাঁর চিত্তকে পরব্রহ্মে স্থির করেছিলেন এবং ভক্তির দ্বারা তাঁকে দর্শন করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর মনকে পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপে স্থির করেছিলেন, কেননা পরমতত্ত্বের সবিশেষ রূপের উপলব্ধি বিনা কখনও ভক্তি সম্পাদন করা যায় না। *গুণাবভাসে*—তিনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত, কিন্তু তাঁরই প্রভাবে জড়া প্রকৃতির গুণ তিনটি প্রকাশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যদিও জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির একটি প্রকাশ, কিন্তু তিনি আমাদের মতো জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। আমরা বদ্ধ জীবাত্মা, কিন্তু তিনি আমাদের মতো বদ্ধ নন। যদিও জড়া প্রকৃতি তাঁর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তবুও তিনি তার দ্বারা প্রভাবিত নন। তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং তিনি কখনও মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না, কিন্তু ক্ষুদ্র প্রাণী আমরা মায়ার অধীন। বদ্ধ জীব যদি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকেন, তা হলে তিনি মায়ার ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত হতে পারেন। সেই কথা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে—*স গুণান্ সমতীত্যৈতান্* । যে ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তিতে যুক্ত হয়েছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যান। অর্থাৎ, বদ্ধ জীব যখন ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন তিনিও ভগবানের মতো মুক্ত হয়ে যান।

শ্লোক ৪৪

নিরহঙ্কৃতির্নির্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্ ।
প্রত্যক্প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোর্মিরিবোদধিঃ ॥ ৪৪ ॥

নিরহঙ্কৃতিঃ—অহঙ্কারশূন্য; **নির্মমঃ**—মমতা-রহিত; **চ**—এবং; **নির্দ্বন্দ্বঃ**—দ্বৈত ভাব-রহিত; **সমদৃক্**—সমদর্শী; **স্বদৃক্**—আত্মদর্শী; **প্রত্যক্**—অন্তর্মুখী; **প্রশান্ত**—পূর্ণরূপে সংযত; **ধীঃ**—মন; **ধীরঃ**—অবিচলিত; **প্রশান্ত**—শান্ত; **ঊর্মিঃ**—তরঙ্গ; **ইব**—সদৃশ; **উদধিঃ**—সমুদ্র।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি ক্রমশ অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং মমতাশূন্য হয়েছিলেন। অবিচলিত, সকলের প্রতি সমদর্শী এবং দ্বৈত ভাব-রহিত হয়ে, তিনি যথাযথভাবে আত্ম-দর্শন করেছিলেন। তাঁর মন অন্তর্মুখী হয়েছিল এবং তিনি তরঙ্গের দ্বারা অবিচলিত সমুদ্রের মতো প্রশান্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কারও মন যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হয় এবং তিনি যখন পূর্ণরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি তরঙ্গের দ্বারা অবিচলিত সমুদ্রের মতো হয়ে যান। *ভগবদ্গীতায়ও* ভগবান এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন—মানুষকে সমুদ্রের মতো হওয়া উচিত। সমুদ্র শত-সহস্র নদীতে পূর্ণ, এবং তার কোটি-কোটি মণ জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়, তবুও সমুদ্র অবিচলিত থাকে। প্রকৃতির নিয়ম তার ক্ষেত্রেও কাজ করে চলে, কিন্তু কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ভক্তিতে স্থির থাকেন, তা হলে তিনি বিচলিত হন না, কেননা তিনি অন্তর্মুখী। তিনি বাইরে জড়া প্রকৃতিকে দর্শন করেন না, কিন্তু তিনি তাঁর অস্তিত্বের চিন্ময় প্রকৃতিকে দর্শন করেন; সংযত চিত্তে তিনি কেবল ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। তার ফলে তিনি জড়ের মধ্যে তাঁর পরিচয় খোঁজার অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে, এবং জড় বিষয়ের উপর আধিপত্য করার মমতাশূন্য হয়ে, তাঁর প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারেন। এই প্রকার পরম ভক্ত কখনও অন্যদের দ্বারা বিচলিত হন না, কেননা তিনি সর্বদাই চিন্ময় উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সকলকে দর্শন করেন। তিনি নিজেকে এবং অন্যদের সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন করেন।

শ্লোক ৪৫

বাসুদেবে ভগবতি সর্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি ।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৪৫ ॥

বাসুদেবে—বাসুদেবকে; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-জ্ঞে**—সর্বজ্ঞ; **প্রত্যক্-আত্মনি**—সকলের অন্তরে বিরাজমান পরমাত্মা; **পরেণ**—চিন্ময়; **ভক্তি-ভাবেন**—ভক্তির দ্বারা; **লব্ধ-আত্মা**—আত্ম স্বরূপে স্থিত হয়ে; **মুক্ত-বন্ধনঃ**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

এইভাবে তিনি বদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হয়ে, সর্বান্তর্যামী সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, জীবাত্মারূপে তাঁর স্বরূপে তিনি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের নিত্য দাস। আত্ম উপলব্ধির অর্থ এই নয় যে, যেহেতু পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েই আত্মা, তাই তাঁরা সর্বতোভাবে সমান। জীবাত্মার বদ্ধ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু পরমাত্মা কখনই বদ্ধ হন না। বদ্ধ জীবাত্মা যখন বুঝতে পারেন যে, তিনি পরমাত্মার অধীন, তখন তাঁর স্থিতিকে বলা হয় *লব্ধাত্মা*, বা *মুক্তবন্ধন*। জড় কলুষ ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ জীব নিজেকে ভগবানের সমকক্ষ বলে মনে করে। এটিই হচ্ছে মায়ার অন্তিম জাল। মায়া সর্বদাই বদ্ধ জীবেদের প্রভাবিত করে। বহু ধ্যান এবং জল্পনা-কল্পনার পরেও কেউ যদি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক বলে মনে করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে মায়ার অন্তিম জালে আটকে রয়েছে।

পরেণ শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পর মানে 'চিন্ময়, জড় কলুষের স্পর্শ-রহিত'। পূর্ণ চেতনায় নিজেকে ভগবানের নিত্য দাস বলে উপলব্ধি করাকে বলা হয় পরা ভক্তি। কেউ যদি জড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে কোন রকম জড় লাভের জন্য ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে তাকে বলা হয় *বিদ্ধা* ভক্তি বা *কলুষিত* ভক্তি। পরা ভক্তি সম্পাদনের ফলে প্রকৃত পক্ষে মুক্ত হওয়া যায়।

এখানে আর একটি শব্দ *সর্বজ্ঞে* উল্লেখ করা হয়েছে। সকলের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা হচ্ছেন সর্বজ্ঞ। তিনি জানেন, দেহের পরিবর্তনের ফলে আমি আমার অতীতের কার্যকলাপের কথা ভুলে যেতে পারি, কিন্তু পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান যেহেতু আমার মধ্যে বিরাজ করছেন, তাই তিনি সব কিছু জানেন; তিনি আমার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে আমাকে ফল প্রদান করেন। আমি ভুলে যেতে পারি, কিন্তু তিনি আমার পূর্ব জীবনের সৎ কর্ম অথবা অসৎ কর্ম অনুসারে সুখ এবং দুঃখ প্রদান করেন। মানুষের কখনও মনে করা উচিত নয় যে, যেহেতু সে

তার পূর্ব জীবনের কার্যকলাপের কথা ভুলে গেছে, তাই তার ফল থেকে সে মুক্ত কর্মফল ভোগ করতেই হবে, এবং সেই ফল কি রকম হবে, তা বিচার করবেন সাক্ষী-স্বরূপ পরমাত্মা।

শ্লোক ৪৬

আত্মানং সর্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতম্ ।
অপশ্যৎ সর্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥ ৪৬ ॥

আত্মানম্—পরমাত্মা; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **ভগবন্তম্**—পরমেশ্বর ভগবান; **অবস্থিতম্**—স্থিত; **অপশ্যৎ**—তিনি দেখলেন; **সর্ব-ভূতানি**—সমস্ত জীব; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **অপি**—অধিকন্তু; **চ**—এবং; **আত্মনি**—পরমাত্মায়।

অনুবাদ

তিনি দেখলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই হৃদয়ে অবস্থিত, এবং সকলেই তাঁর মধ্যে অবস্থিত, কেননা তিনিই হচ্ছেন সকলের পরমাত্মা।

তাৎপর্য

সকলেই পরমেশ্বর ভগবানে অবস্থিত বলতে এই বোঝায় না যে, সকলেই ভগবান। *ভগবদ্গীতাতেও* এই কথা বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানকে আশ্রয় করে বিরাজমান, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সব কিছুই ভগবান। এই রহস্য অত্যন্ত উন্নত ভক্তেরাই কেবল বুঝতে পারেন। তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন—কনিষ্ঠ ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং উত্তম ভক্ত। কনিষ্ঠ ভক্ত ভগবদ্ভক্তি বিজ্ঞানের কলা কৌশল না বুঝে, কেবল মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহ পূজা করে; মধ্যম ভক্ত বুঝতে পারেন ভগবান কে, ভগবানের ভক্ত কে, অতত্ত্বজ্ঞ সরল ব্যক্তি *(বালিশ)* কে এবং ভগবৎ-বিদ্বেষী কে, এবং তিনি তাদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নভাবে আচরণ করেন। কিন্তু যিনি দেখেন যে, পরমাত্মারূপে ভগবান সকলের হৃদয়েই অবস্থিত, এবং সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শক্তির উপর নির্ভরশীল অথবা অবস্থিত, তিনিই হচ্ছেন উত্তম ভক্ত।

শ্লোক ৪৭

ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্বত্র সমচেতসা ।
ভগবদ্ভক্তিযুক্তেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥ ৪৭ ॥

ইচ্ছা—আকাঙ্ক্ষা; **দ্বেষ**—বিদ্বেষ; **বিহীনেন**—বিহীন; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সম**—সমান; **চেতসা**—মনোভাব; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **ভক্তি-যুক্তেন**—ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের দ্বারা; **প্রাপ্তো**—প্রাপ্ত হয়েছেন; **ভাগবতী গতিঃ**—ভগবদ্ভক্তের লক্ষ্যস্থল (ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া)।

অনুবাদ

নিষ্কলুষ ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার ফলে, সমস্ত দ্বেষ এবং ইচ্ছা থেকে মুক্ত হয়ে, সকলের প্রতি সমদর্শী হয়ে, কর্দম মুনি ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় যে-কথা বলা হয়েছে, কেবল মাত্র ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি জানা যায়, এবং তাঁর দিব্য ভাব পূর্ণরূপে জানার পরই কেবল তাঁর ধামে প্রবেশ করা যায়। ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার প্রক্রিয়া হচ্ছে *ত্রিপাদ-ভূতি-গতি*, অথবা ভগবানের পরম ধামে ফিরে যাওয়ার পন্থা, যার মাধ্যমে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্দম মুনি তাঁর পূর্ণ ভক্তিজ্ঞান এবং সেবার দ্বারা জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যাকে বলা হয় *ভাগবতী গতিঃ*।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে 'কর্দম মুনির বৈরাগ্য' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।